কথা ও আখ্যায়িকা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ আলোচনা কর।

উঃ- বাণভট্ট সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের দিকপাল। কথা ও আখ্যায়িকা এই উভয় শ্রেণীর রচনাতেই তিনি অপূর্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু এটি বাণভট্টের প্রকৃত পরিচয় নয়, তবে তিনি তাঁর হর্ষচরিত ও কাদম্বরীর প্রথমাংশে যে বংশপরিচয় আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় যে, বাণভট্টের পিতার নাম চিত্রভানু এবং মাতার নাম রাজ্যদেবী। শোন নদের তীরে প্রীতিকূট নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাৎস্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অতি শৈশবে তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। ফলে সংসারের কোন বন্ধন না থাকায় তিনি দেশ-বিদেশে ভবঘুরের মত জীবনযাপন করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর অনেক নাচিয়ে, গাইয়ে, কবি, ভণ্ড সাধু ও অনুরাগী সহচর জুটেছিল। তাদের সঙ্গে তিনি যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তা পরবর্তী জীবনে তাঁর সাহিত্যে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বাণভট্টের বয়স যখন 24, তখন তাঁর এই জীবন সম্বন্ধে অনুতাপ হয় যে, শীঘ্রই তিনি নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই সময় তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধনের ভ্রাতা কৃষ্ণের আমন্ত্রণ পেয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হন। প্রথমে তিনি রাজার অনাদৃত হন। এই সময় সম্রাট হর্ষবর্ধনের কাছে তিনি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হন। কিন্তু পরবর্তীকালে হর্ষবর্ধন বাণভট্টের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে সভাকবির মর্যাদা দেন। এরপর বাণ হর্ষবর্ধনের প্রীতি-স্নেহের বশে হর্ষচরিত রচনা করেন।

□ হর্ষচরিত ঐতিহাসিক উপাদানের উপর রচিত একটি আখ্যায়িকা। গ্রন্থখানি আটটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। হর্ষবর্ধন এবং তাঁর পিতা প্রভাকরবর্ধন ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এই কাব্যের শেষে ৭/৮ খানি উচ্ছ্বাস থেকে জানা যায়, থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন অনুজ হর্ষ রাজ্যবর্ধনের অনুমতি নিয়ে ভগ্নী রাজ্যশ্রীর স্বামী মৌখরীরাজ গ্রহবর্মার সাথে মালবরাজ দেবগুপ্তের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দেবগুপ্ত জয়লাভ করলেন ও রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মার মৃত্যু হয় এবং রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। এই সংবাদ পেয়ে রাজ্যবর্ধন যখন মালবের বিরুদ্ধে অভিযান চালান তখন দেবগুপ্তের বন্ধু গৌড়রাজ শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন। অবশেষে হর্ষবর্ধন ভগিনী রাজ্যশ্রীর উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হন। সেই সময় তাঁর বন্ধু বৌদ্ধভিক্ষু দিবাকরমিত্রের সাহায্যে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন এবং রাজ্যশ্রী সহ হর্ষবর্ধন থানেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন হর্ষবর্ধন রাজ্যভার গ্রহণ করে বিপুল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। শিল্পকলা ও সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে তিনি রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা ও নাগানন্দ নামক তিনখানি নাটক রচনা করেন। তাঁর রাজসভায় বাণভট্ট সভাকবি রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তাছাড়া তিনি রাজশ্রীর সাহায্যে অনেক বিহার ও মঠ স্থাপন করেন। হিউয়েনসাঙ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। তিনি হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের বহু বিবরণ দিয়েছেন। বাণভট্টের হর্ষচরিত গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের বহু অভাব আছে।

□ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং ভারতে আসেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়ন করেন। এই হিউ-এন-সাং তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে গেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, বাণভট্ট প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য সম্পূর্ণ দেননি। তিনি সব বিষয়ের যে বিবরণ দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। হর্ষ উদার ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে হর্ষচরিত সম্পূর্ণ নয়। ইহাতে যে সব বর্ণনা আছে তা অনেক ক্ষেত্রে অলংকারবহুল ও অতিরঞ্জিত। তিনি কবিসুলভ কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন।

□ বাণভট্টের কাদম্বরী গ্রন্থটি এক জটিল-উপাখ্যান, এখানে নায়ক নায়িকাদের জন্ম জন্মান্তর হয়। কাদম্বরী ও পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতা এই দুই প্রেমী যুগল নায়ক-নায়িকা নিয়ে রচিত। চন্দ্রাপীড় অভিশাপে মৃত্যু হয়। তাই তিনি বৈশম্পায়ন রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পুণ্ডরীক বৈশম্পায়নরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু জন্ম নিয়ে নিয়তি-নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষায় শুধু দুজনকেই জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই কাহিনীর মধ্যে বাণভট্ট আশ্চর্য কৌশলে সমস্ত কাহিনীকে অত্যন্ত সার্থকভাবে বর্ণনা করে গেছেন। এই গ্রন্থে এই অদ্ভুত কাহিনী তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির বিস্ময়কর পরিচয় বহন করে। কাহিনীর মূল বিষয় হল তিনি ঐ কাহিনীর উৎসমূলে রূপ দেন। কাহিনীর মধ্যে যে পূর্বজন্মের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে এক অদ্ভুত রূপ হয়। কাহিনী শেষে চন্দ্রাপীড় ও পুণ্ডরীক পুনর্জন্ম লাভ করে, অতঃপর তাদের পুনর্মিলনের মাধ্যমে কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার সাথে তাদের পুনর্মিলন হয়। এইভাবে মিলনান্তক কাহিনীর পরিসমাপ্তি হয়। সংক্ষেপে এটাই কাদম্বরীর বিষয়বস্তু।

□ বাণভট্টের কাদম্বরী সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অসামান্য সৃষ্টি। কাদম্বরী বাণভট্টের নিজস্ব। কথিত আছে যে বাণভট্ট এই কাদম্বরী সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি, তাঁর পুত্র ভূষণভট্ট পিতার গ্রন্থ শেষ করেন। কিন্তু ভূষণভট্টের পূর্বভাগ এইরকম যে, তিনি তাঁর পিতা বাণভট্টের রচনারীতি এমন নিপুণভাবে অনুসরণ করেছিলেন যে, এখন কেউ বুঝতে পারে না কোথায় বাণভট্টের রচনা শেষ হয়েছে এবং কোথায় পুত্র ভূষণভট্টের রচনা শুরু হয়েছে। কাদম্বরী গদ্য রীতির উৎকর্ষের জন্য যেমন সমালোচকের প্রশংসা, তেমনি বাণভট্টের গদ্যকাব্যে বাণভট্টের প্রশংসা অসামান্য। সমালোচকেরা বলেন — "বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্" অথবা "কাদম্বরীরসজ্ঞানাম্ আহারোঽপি ন রোচতে", অর্থাৎ যিনি একবার কাদম্বরীর রস আস্বাদন করেছেন তাঁর আহার-নিদ্রা কিছুই ভালো লাগে না। — "কাদম্বরী রসজ্ঞানাম্ আহারোঽপি ন রোচতে।" কাদম্বরীর গদ্যশৈলী এতই কঠিন, দীর্ঘ সমাস বহুল, শ্লেষ ও অলংকার সমৃদ্ধ যে অনেক সমালোচক এমন অভিযোগ করেন যে, পাশ্চাত্য সমালোচক কাদম্বরীর ভাষা দুর্বোধ্য-দুর্গম। পাশ্চাত্য — ইউরোপীয় সমালোচক বিশেষত ড. Weber কাদম্বরীর গদ্যরীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন - "Bano's style is an Indian Jungle where progress is render impossible by luxiurant undergroth, untill the traveller cuts out a path for himself........", অর্থাৎ বাণভট্টের রচনারীতি ভারতীয় গভীর অরণ্যের মত, যেখানে ঘন লতাগুল্মের জন্য অগ্রসর হওয়া অসম্ভব — যতক্ষণ না পথিক পথ কেটে অগ্রসর হয়। Dr. SK Dey and Dasgupta অনুরূপভাবে বলেছেন — "We have A's account of B's report of C's recounting of D's realating of what E said." কাদম্বরীর মেমন কাহিনী বিস্তৃত হয়, তার মধ্যে আর এক কথা, বাণভট্টের গদ্যরীতিও তেমনি একটি জটিল ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তবে সমস্ত কিছু বলা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে কাদম্বরীর কাব্যসৌন্দর্য অপূর্ব। কাদম্বরীর ভাষা সুললিত ও সুমধুর, সুদীর্ঘ সমাস শ্লেষ অলংকার যুক্ত হয়েছে, সুতরাং সকলে তাকে বুঝতে পারে না। বিশেষত বিদেশী সমালোচকদের পক্ষে এর রস আস্বাদন করা কঠিন। বাণভট্টের প্রকৃতি বর্ণনা, চরিত্র চিত্রণ যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তবু যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্য — পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, নদনদী যে অপূর্ব বর্ণনা, চরিত্র চিত্রণে যে নিপুণ দক্ষতা তিনি দেখিয়েছেন, তাতে কাদম্বরী চিত্রময় হয়ে উঠেছে। এইরূপ ভাষার বিচারে বাণভট্ট সমালোচকদের প্রশংসা, অনেক সমালোচকের মতে বাণভট্টের সমকক্ষ গদ্যকার বিরল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমালোচনা যথার্থ নয়। বিশেষত বিদেশী পাঠকের পক্ষে কাদম্বরীর ভাষা বিস্ময়কর হলে এমনই সর্বদা তাঁর রচনার পরিচয় মুগ্ধ করে। বাণভট্টের গদ্যে অলংকার বাহুল্য থাকলেও এর বিষয়বস্তু এমনভাবে যুক্ত হয়েছে যে, এইসব অলংকার কাহিনীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রিত কাব্য' মন্তব্যটি তুলনা করা যায়। বাণভট্টের রচনাশৈলী সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়, ইউরোপীয় সমালোচক Weber প্রমুখ সমালোচকগণ কাদম্বরীর নিন্দা করেছেন। কিন্তু কাদম্বরীর রস আস্বাদন করতে হলে সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা প্রয়োজন। তাঁর বর্ণনা এমন অপূর্ব যে, মনে হয় কাদম্বরী যেন একটি চিত্রশালা (Art gallary), যেখানে বহু বর্ণের নানা চিত্র দর্শকের মনোমুগ্ধ করে তোলে।

□ পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত গদ্যকার দণ্ডী, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে মনে করা হয় যে, তিনি সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর দুটি গ্রন্থ — দশকুমারচরিত ও কাব্যাদর্শ। অর্থাৎ দশকুমারচরিত তাঁর গদ্য রচনা; আর কাব্যাদর্শ একটি অলংকার-শাস্ত্র। কাহিনীর মূল →

বিদ্যাসাগরের মতে দণ্ডীর দশকুমারচরিত অসমাপ্ত। অবন্তীসুন্দরীকথা দণ্ডীর রচনা বলে মনে করা হয়, দণ্ডী ছিলেন বিদর্ভী রীতির অনুগামী। তাই তিনি নিজে ছিলেন অলংকারশাস্ত্রের আচার্য ছিলেন। সম্ভবত দণ্ডী কাদম্বরীর অনুগামী। [illegible] প্রভাব দণ্ডীর দশকুমারচরিতে আছে।

☐ দণ্ডীর দশকুমারচরিত গ্রন্থটি অদ্ভুতরসের [illegible]। প্রধান প্রাচীন দশকুমার কুমারের বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই দশজন কুমারের নাম রাজবাহন, সোমদত্ত, পুষ্পোদ্ভব, অপহারবর্মা, উপহারবর্মা, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, বিশ্রুত, প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এই দশজন রাজকুমারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রাজবাহনের নেতৃত্বে এই দশজন বন্ধু দেশভ্রমণে বহির্গত হন। বিভিন্ন স্থানে তারা এই অদ্ভুত ঘটনা [illegible] অতঃপর তারা সকলে একত্রে মিলিত হয়ে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এইভাবে দশকুমারের অভিজ্ঞতা নিয়ে দশটি অধ্যায় রচিত। এইটি দশকুমারচরিতের মূল বিষয়বস্তু। এখানে মোট তিনটি অংশ আছে। প্রথম অংশটি পূর্বপীঠিকা, দ্বিতীয় অংশটি উত্তরপীঠিকা নামে পরিচিত। কিন্তু মধ্য অংশের এমন কোনো নাম নেই। তবে অনেকে এই দ্বিতীয় অংশটিকে দশকুমারচরিতের প্রকৃত অংশ বলে মনে করেন। [illegible] [illegible] [illegible] সর্বজনস্বীকৃত প্রামাণিক উদাহরণ আছে। অবিকশিত সমাজের অধঃপতন প্রতিচ্ছবি যেমন এখানে পাওয়া যায়, তেমনি বিচিত্রধর্মী প্রেম প্রণয় উপাখ্যান লোকজীবনের সুস্পষ্ট দেখা যায়। বিদর্ভী রীতির অনুসারী দণ্ডীর এই দশকুমারচরিত পদলালিত্যের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। এইজন্য বলা হয় ——

॥ উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্,
দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্ মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ ॥ — এই প্রবাদবাক্য অতিশয়োক্তিমূলক নয়।

☐ সংস্কৃত উপাখ্যান-সাহিত্যের অপর নাম সুবন্ধু। তাঁর রচনা বাসবদত্তা। ৭২০ খ্রীঃ - প্রতিষ্ঠিত কবি [illegible] তাঁর [illegible] সুবন্ধুর উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সুবন্ধু এই সময়ের আগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কোনো সময়ে প্রতিষ্ঠিত কবি বলে মনে করা যায়। ইতিহাসের সমালোচকেরা সুবন্ধুর বাসবদত্তার বিভিন্ন উদ্ধৃতি [illegible] উল্লেখ দেখিয়েছেন। যদি এই মত সত্য হয়, তবে অনুমান সুবন্ধুকে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ —— কবি বলে মনে করা যায়।

☐ সুবন্ধুর বাসবদত্তার নায়িকা রাজকন্যার নাম কন্দর্পকেতু এবং নায়িকার নাম বাসবদত্তা, তিনি ছিলেন রাজকন্যা। [illegible] কন্দর্পকেতু স্বপ্নে অসামান্য সুন্দরী বাসবদত্তার সাক্ষাৎ লাভ করে, তাকে পাবার জন্য বহির্গত হন। অনুরূপভাবে রাজকন্যা বাসবদত্তাও স্বপ্নে কন্দর্পকেতুকে দেখে [illegible] তাঁর [illegible] কন্দর্পকেতুর অনুসন্ধানে [illegible] কন্দর্পকেতু প্রাসাদে উপস্থিত হন। [illegible] বাসবদত্তার সঙ্গে মিলিত হয়ে তারা [illegible] সেখানে [illegible] বাসবদত্তার [illegible] [illegible] [illegible] কন্দর্পকেতু ও বাসবদত্তার [illegible] [illegible] [illegible] উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে বাসবদত্তা পাষাণে পরিণত হন। দুঃখে কন্দর্পকেতু আত্মহত্যার উদ্যত হলে দৈববাণীতে তিনি পুনর্মিলনের আশ্বাস পান। অবশেষে প্রস্তরমূর্তি বাসবদত্তাকে স্পর্শ করে তিনি আবার মানবীতে রূপান্তরিত হন, এই অধ্যায়টি পুনর্মিলন সমাপ্ত হয়। [illegible] বাসবদত্তার [illegible] [illegible] গৌড়ী রীতিতে রচিত। অনুপ্রাস বহুল অলংকারের [illegible] সমাসবদ্ধ [illegible] [illegible] হয়েছে। [illegible] কবি সুবন্ধু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পেরেছেন। এইজন্য বাসবদত্তা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে।

→

☐ ১৯১৩ খ্রী: ঈশানচন্দ্র নামক [illegible] বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি 'হিতোপদেশ' নামক গ্রন্থটি [illegible] করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল না, তাই [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে।

☐ ১৮০০ খ্রী: [illegible] 'হিতোপদেশ' নামক গ্রন্থটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে।

☐ ১৮২০ খ্রী: [illegible] 'হিতোপদেশ' নামক গ্রন্থটি [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে। ১৮২০ খ্রী: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

☐ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

The end

~~"নারিকেল-ফল-সম্মিতং-বচঃ-তস্য" — আলোচনা কর।~~

~~[illegible] Fable [illegible] [illegible] [illegible]~~

"নারিকেল-ফল-সম্মিতং-বচঃ তস্য" — আলোচনা কর।

Ans: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — "নারিকেল-ফল-সম্মিতং-বচঃ তস্য" — এই মন্তব্য।

☐ [illegible] অনুশীলনে, [illegible] [illegible] ও [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দর্শন ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] →

উত্তর : বাণভট্ট সংস্কৃত গদ্যকাব্যের দরবারে রাজাধিরাজ। কালিদাস যেমন সংস্কৃত কাব্যের জগতে উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত, বাণভট্টও তেমনই গদ্যকাব্যের (Prose Romance) ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মহিমায় মণ্ডিত। তাঁর অলোকসামান্য সৃষ্টিনৈপুণ্যে সংস্কৃত গদ্যকাব্য মহনীয় গুণগরিমায় ও চমকপ্রদ উৎকর্ষে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে।

বাৎস্য গোত্রীয় বাণভট্টের নাম ছিল দক্ষ। তাঁর পিতা চিত্রভানু, মাতা রাজদেবী। শোণ নদীর তীরে প্রীতিকূট নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষেরা যাগযজ্ঞে দক্ষ, খ্যাতিমান ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতি শৈশবে তিনি মাতৃহীন হন এবং চোদ্দো বছর বয়সে পিতাকে হারান। তারপর অসংযমী হয়ে বহু দেশ ভ্রমণ করে, শেষে দেশে ফিরে হর্ষবর্ধনের রাজসভায় স্থান লাভ করেন।

বাণভট্ট সংস্কৃত সাহিত্যজগৎকে দুটি গদ্যকাব্য উপহার দিয়েছেন — (১) 'হর্ষচরিত' এবং (২) 'কাদম্বরী'। এই দুটি গদ্যকাব্যের দ্বারাই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে বিরাজ করছেন।

কবি বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের (৬০৩-৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ) সভাকবি হওয়ায়, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগকেই কবির স্থিতিকাল বলে গণ্য করা হয়েছে।

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের নিপুণ শিল্পী বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' আখ্যায়িকা শ্রেণির গদ্যকাব্য। ইতিহাসের নায়ক অবলম্বনে রচিত 'হর্ষচরিত' তাঁর প্রথম গ্রন্থ। তবে ইতিহাস ও তার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ এতে প্রধান নয়, কাব্যগুণই প্রধান। গ্রন্থের শুরুতে কতকগুলি শ্লোকে তিনি পূর্ববর্তী ভাস, কালিদাস প্রমুখ আদর্শ কবিদের প্রশস্তি রচনা করেছেন। আখ্যায়িকার নিয়মানুসারেই গ্রন্থটি ৮টি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। 'হর্ষচরিত' ঐতিহাসিক গদ্য রচনা। এতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সম্রাট (খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী) হর্ষবর্ধনের রাজবংশের জন্মবৃত্তান্ত, রাজনৈতিক অভিযান, যুদ্ধযাত্রা ও বীরত্বব্যঞ্জক নানা ঘটনার অবতারণা করে লেখক হর্ষবর্ধনের মহিমা বর্ণনা করেছেন। আটটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত আখ্যায়িকাধর্মী এই রচনাটি হর্ষবর্ধন ও মরণোন্মুখী ভগিনী রাজ্যশ্রীর কাহিনি বর্ণনা করে অপ্রত্যাশিতভাবে সমাপ্ত হয়েছে। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' সর্বশ্রেষ্ঠ কথাজাতীয় গদ্যকাব্য। কল্পনার স্বাধীনতায়, বর্ণনার স্বচ্ছন্দচারিতায় এবং প্রতিভার দীপ্তিতে কবি তাঁর এই কাব্যকে বিচিত্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন।

'কাদম্বরী' শব্দের অর্থ সুরা। সুরার মাদকতায় মানুষ আনন্দে বিভোর হয়। 'কাদম্বরী'-র রসামৃত পান করে পাঠক সমাজ আনন্দে আত্মহারা। তাই আহারে রুচি নেই। সেই কারণে বলা হয় — "কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারেহপি ন রোচতে"। এই গদ্যকাব্যের দুটি ভাগ — (১) পূর্বভাগ, (২) উত্তরভাগ। পূর্বভাগ বাণভট্টের লেখা। এতে তিনটি অংশ আছে — (ক) কথামুখম্, (খ) শুকপাখির আত্মকথা, (গ) কাদম্বরীর মূল অংশ। বাণভট্টের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভূষণভট্ট বা পুলিন্দ 'উত্তরভাগ' লেখেন।

Scanned with CamScanner

'কাদম্বরী' কথাজাতীয় গদ্যকাব্য। এর মূল কাহিনি কবি গ্রহণ করেছেন গুণাঢ্য রচিত 'বড্ডকহা' বা 'বৃহৎকথা' নামক পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ থেকে। বৃহৎকথা, জাতকের গল্প প্রভৃতি কথাজাতীয় রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কথার মধ্যে কথার অবতারণা। 'কাদম্বরী'-তেও তা অনুসৃত হয়েছে। 'কাদম্বরী'-র মূল কাহিনি উজ্জয়িনীর চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে গন্ধর্ব রাজকুমারীর প্রণয় বৃত্তান্ত, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রণয় কথা।

সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের জগতে বাণভট্ট কবি সার্বভৌম। শ্লেষে, শব্দগুম্ফনে, রসে, অলংকারে ও সদর্থ বিষয়ক কথাবর্ণনে বাণভট্ট যথার্থই "পঞ্চবাণস্তু বাণঃ"। শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কবির পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই প্রতি পদে পদে। তিনি নিজেই 'হর্ষচরিত'-এ বলেছেন — "সম্যক পঠিতঃ সাঙ্গো বেদঃ শ্রুতানি যথাশক্তি শাস্ত্রাণি"। এমন কোনো বিষয় নেই যা বাণভট্টের কাব্যদ্বয়ে নেই। তাই বাণভট্টের সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে — "বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্"। বাণভট্ট কাব্যজগৎকে উচ্ছিষ্ট (এঁটো) করে দিয়েছেন। কী বিষয় বর্ণনে, কী চরিত্রচিত্রণে, এমনকি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-বিরহের বাস্তব চিত্র উপস্থাপনে — সর্বত্রই বাণভট্টের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অনন্যসুলভ চিত্রগ্রাহিতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। তবে বাণভট্টের কাব্যকাননে সাধারণের প্রবেশ দুষ্কর।

১৭ দশকুমারচরিতম্

উত্তর : দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতম্' আখ্যায়িকা শ্রেণির গদ্যকাব্য। এই গ্রন্থ পূর্বপীঠিকা, উত্তরপীঠিকা ও উপসংহার — এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। পূর্বপীঠিকায় ৫টি, উত্তরপীঠিকায় ৮টি এবং উপসংহারে ১টি উচ্ছ্বাস আছে। কাব্যটির আরম্ভ এবং উপসংহার দুই-ই অসলগ্ন। অনেকে মনে করেন দণ্ডী তাঁর কাব্য 'দশকুমারচরিতম্' শেষ করে যেতে পারেননি, পরবর্তীকালে অপর কোনো কবি গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে দণ্ডীর স্থান অতি উচ্চে। লোককথার কাহিনির উপর ভিত্তি করে নিজ প্রতিভাবলে এক অত্যুত্তম গদ্য রোমান্স তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। চিরপ্রচলিত পৌরাণিক কাহিনি বা গতানুগতিক উপাখ্যান নিয়ে তাঁর কাহিনি রচিত হয়নি। রাজপ্রসাদের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে সমাজের অন্তরে দণ্ডী প্রবেশ করেছেন।

আখ্যায়িকা স্তরীভূত কাব্য 'দশকুমারচরিতম্'। কাব্যের নামানুসারেই বোঝা যায় কাব্যটিতে দশজন কুমারের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। 'দশকুমারচরিতম্' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল — দশসংখ্যকাঃ কুমারাঃ — শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। দশকুমারাণাং চরিতম্ = দশকুমারচরিতম্ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। এরপর 'অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে' এই সূত্রে দশকুমারচরিতম্ অধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ — এই অর্থে 'অণ্' প্রত্যয়। এই 'অণ্' প্রত্যয় আবার "লুবাখ্যায়িকাভ্যো বাহুলম্" এই বার্তিক অনুসারে লোপ পায়। থাকল 'দশকুমারচরিতম্'। এই দশজন কুমার হল — "প্রমিতি-মিত্রগুপ্তশ্চ মন্ত্রগুপ্তশ্চ বিশ্রুতঃ।/পুষ্পোদ্ভব সোমদত্তোঽর্থপালো রাজবাহনঃ।/উপহারোঽপহারশ্চ বর্মা দশ কুমারকাঃ।।" অর্থাৎ, মগধরাজ রাজহংসের পুত্র — (১) রাজবাহন ; মিথিলাধিপতি প্রহারবর্মার দুই পুত্র — (২) উপহারবর্মা, (৩) অপহারবর্মা ; মগধরাজমন্ত্রী ধর্মপালের তিন পৌত্র — (৪) মিত্রগুপ্ত, (৫) মন্ত্রগুপ্ত, (৬) অর্থপাল ; মগধরাজের দ্বিতীয় মন্ত্রী পদ্মোদ্ভবের দুই পৌত্র — (৭) বিশ্রুত, (৮) পুষ্পোদ্ভব এবং তৃতীয় মন্ত্রী সিতবর্মার দুই পৌত্র — (৯) প্রমিতি ও (১০) সোমদত্ত।

মগধের রাজা রাজহংস মালবরাজ মানসারের কাছে পরাজিত হয়ে সস্ত্রীক বিন্ধ্যগিরিতে আশ্রয় নেন। সেখানে রাজার একটি পুত্রের জন্ম হয়। তার নাম রাজবাহন। রাজবাহনই কেন্দ্রীয় চরিত্র। আরও নয়টি মন্ত্রীপুত্র সেখানে এসে সমবেত হয়। দশটি কুমার একসঙ্গে লেখাপড়া করে ভাগ্যের খোঁজে তারা দেশভ্রমণে বের হয়। কিন্তু পথে এক ব্রাহ্মণবেশী দস্যু কিরাতের সঙ্গে দেখা হওয়ায় রাজবাহনকে তারা সাহায্য করতে বেরিয়ে পড়ে। ফলে অন্যান্য কুমার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাচক্রে তারা আবার পরস্পর মিলিত হলে, তারা তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করে। 'দশকুমারচরিতম্' কুমারদের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে এক অপরূপ গদ্যকাব্য।

Scanned with CamScanner

সংস্কৃত গদ্যকাব্যের আসরে দণ্ডীর নাম মহাকবি বাণভট্টের সঙ্গে তুল্যভাবে স্মরণীয়। একসময় ভারতীয় সারস্বত সমাজে দণ্ডী ব্যাস-বাল্মীকির জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। "জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাহ্‌ভবৎ।/কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি।।"

দণ্ডীর কাব্যশক্তি প্রশংসার যোগ্য। সমাজের সুন্দর চিত্রাঙ্কনে পটু কবি চৌর্যবিদ্যা, রমণীহরণ, লোভ, অসাধুতা, গোপন প্রণয় প্রভৃতি সামাজিক নিন্দনীয় দিকগুলি সুন্দরভাবে প্রকট করে তুলেছেন। চমৎকার বর্ণনা শৈলীতে তিনি বসন্তবর্ণন, সন্ধ্যাবর্ণন ও যমলোকের বর্ণনা করেছেন। বৈদর্ভী রীতিতে প্রবীণ দণ্ডীর চরিত্র-রূপায়ণ, ললিতপদবিন্যাস, হাস্যরসসৃষ্টি কৌশল, উপমারূপকাদি অলংকার প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখে সমালোচকরা বিস্মিত হয়ে প্রশংসা করে বলেছেন — "দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্"। গৌড়ীয় রীতি যে তিনি একেবারে প্রয়োগ করেননি এমন নয়। দীর্ঘ সমাস প্রয়োগ করলেও তাতে কাব্যের রস হানি হয়নি, ভাবের বিকৃতি বা ভাষার আড়ষ্টতা আসেনি। বর্ণনা চাতুর্যে, ভাষার পারিপাট্যে বিষয়বৈচিত্র্যে, কল্পনা বিলাসিতায় দণ্ডী ছিলেন নিঃসন্দেহে সে যুগের অদ্বিতীয় কবি। শৃঙ্গার, বীর, হাস্য, ভয়ানক ও বীভৎসাদি রস সৃষ্টিতেও দণ্ডী অতুলনীয়।

১৮ কাদম্বরী

[বর্ধমান '০২, '০৫, '১১, '১৩]

উত্তর : বাণভট্টের 'কাদম্বরী' সর্বশ্রেষ্ঠ কথাজাতীয় গদ্যকাব্য। কল্পনার স্বাধীনতায়, বর্ণনার স্বচ্ছন্দচারিতায় এবং প্রতিভার দীপ্তিতে কবি তাঁর এই কাব্যকে বিচিত্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন। 'কাদম্বরী' শব্দের অর্থ সুরা। সুরার মাদকতায় মানুষ আনন্দে বিভোর হয়। 'কাদম্বরী'-র রসামৃত পান করে পাঠকসমাজ আনন্দে আত্মহারা। তাই আহারে রুচি নেই। সেই কারণে বলা হয় — "কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারেহপি ন রোচতে"। এই গদ্যকাব্যের দুটি ভাগ — (১) বাণভাগ বা পূর্বভাগ, (২) উত্তরভাগ। 'পূর্বভাগ' বাণভট্টের লেখা। বাণভট্টের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভূষণভট্ট বা পুলিন্দ 'উত্তরভাগ' লেখেন।

'কাদম্বরী'-র বাণভাগে বা পূর্বভাগে তিনটি অংশ আছে — কথামুখম্, শুকপাখির আত্মকথা এবং কাদম্বরীর মূল অংশ।

(ক) **কথামুখম্ :** এটি কাব্যের ভূমিকা রূপে রচিত। বিদিশার রাজা শূদ্রক রাজ্যের বিশালতায়, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে, প্রভূত কীর্তিতে কীর্তিমান। একদিন রাজা যখন রাজ্যসভা পরিচালনা করছেন তখন এক চণ্ডাল ও চণ্ডালকন্যা খাঁচায় করে একটি শুকপাখি আনে। শুকপাখি সংস্কৃতে কথা বলতে থাকে। এই সময় মধ্যাহ্নকালীন বিরতির ঘণ্টা বাজায় সভাভঙ্গ হয়ে যায়, আর শুকপাখি এবং চণ্ডাল পিতা ও কন্যা রাজ-অতিথি হয়ে কিছু সময়ের জন্য সুখভোগ করতে থাকে।

(খ) **শুকপাখির আত্মকথা :** বিকেলে সভা বসলে শুকপাখি তার আত্মবৃত্তান্ত শোনায়। এই অংশটি কাদম্বরী গ্রন্থের 'শুক-বিবরণ' নামে পরিচিত। বিন্ধ্যাটবী মধ্যে এক গাছে মাতৃহারা শুকপাখি বাবার সঙ্গে সুখে বাস করছিল। একদিন ব্যাধ এসে শুকের বাবাকে মেরে ফেলে। শুক গাছ থেকে শুকনো পাতার মধ্যে পড়ে প্রাণভয়ে লুকিয়ে কোনোক্রমে ব্যাধের হাত থেকে বাঁচে। ওই বনে জাবালি মুনির পুত্র হারীত শুকপাখিকে আশ্রমে আনেন। জাবালি শুককে দেখতে পেয়ে তার পূর্বজন্ম মুনিদের বর্ণনা করেন।

(গ) **কাদম্বরীর মূল অংশ :** উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন তারাপীড়। তাঁর সুপণ্ডিত মন্ত্রী হলেন শুকনাশ। এঁদের দুজনের পুত্র হয়। রাজপুত্রের নাম চন্দ্রাপীড়, মন্ত্রীপুত্রের নাম বৈশম্পায়ন। এরা দুই বন্ধু। রাজপুত্রের ঘোড়ার নাম ইন্দ্রায়ুধ এবং সেবিকা হন পরমাসুন্দরী পত্রলেখা। চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করে কিন্নর দম্পতির অনুসরণ করে পথ হারিয়ে 'অচ্ছোদ' সরোবরে উপস্থিত হন। সেখানে শিবমন্দিরে শুভ্রবসনা সুন্দরী তপস্যারতা মহাশ্বেতাকে দেখেন। বাগ্‌দত্তা মহাশ্বেতা স্বামী পুণ্ডরীককে পাওয়ার আশায় তপস্যারতা। এদিকে মহাশ্বেতার বান্ধবী গন্ধর্ব রাজকন্যা কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের প্রেমে আকৃষ্টা, কিন্তু রাজপুত্র রাজধানী ফিরে গেলে পত্রলেখা মহারানিকে কাদম্বরীর বিবরণ জানান। এই পর্যন্ত লিখে বাণভট্ট মারা যান।

বাণভট্টের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভূষণভট্ট কাব্যটি সমাপ্ত করেন বলেই এই অংশের নাম 'ভূষণভাগ'-ও বটে। রাজা শূদ্রক চন্দ্রাপীড়রূপে এবং শুকপাখিটি মন্ত্রীপুত্র বৈশম্পায়নরূপে জন্মেছিলেন। অবশেষে কাদম্বরীর সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের এবং মহাশ্বেতার সঙ্গে বৈশম্পায়নের মিলন হয়। তিনপুরুষ ধরে বিলম্বিত এই কাহিনির কাদম্বরী মহাগ্রন্থ এইভাবে শেষ হয়েছে।

Scanned with CamScanner

কাদম্বরীর কাব্যবৈশিষ্ট্য হল — (১) বাণভট্টের 'কাদম্বরী' গৌড়ীরীতির এক চরম নিদর্শন। প্রাচ্য পন্ডিতেরা গদ্যকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে বাণভট্টকে অগ্রগণ্য বলে বিবেচনা করেন। (২) এই কাব্যে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়াবেগ, বিচিত্র রঙিন কল্পনাজাল, প্রকৃতির মধুর বর্ণনা, সর্বোপরি অনন্যসাধারণ চিত্র নির্মাণ দক্ষতা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন — "সমস্ত কাদম্বরী কাব্য যেন একটি চিত্রশালা...।" (৩) বাণভট্টের হাতে সংস্কৃত ভাষার লাবণ্যের প্রাচুর্য কমেনি, অযথা গল্পের বা তুচ্ছ প্রণয়কাহিনির পিছনে তিনি ছুটতে চাননি, তিনি সংস্কৃত ভাষার রূপ-মাধুর্য ও ধ্বনি প্রভৃতির দিকে বেশি নজর দেন। (৪) তাঁর রচনার সর্বত্রই উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অপ্রস্তুত প্রশংসা আর বিরোধাভাসের ছড়াছড়ি।

শেষে বলা যায়, ধ্বনিগাম্ভীর্য, দীর্ঘায়ত, ছন্দস্পন্দন, স্বরবৈচিত্র্য, অলংকরণ, মন্ডন-চাতুর্য, বর্ণন সৌকুমার্য ও চিত্রসৌন্দর্য কাব্যের অন্তর্নিহিত অনির্বচনীয়তাকে অপূর্ব শিল্পসুষমায় মন্ডিত করে তুলেছে। প্রাচীন সমালোচক *ধর্মদাস* মুগ্ধচিত্তে স্তুতি করে লিখেছেন —"রুচিরস্বরবর্ণপদা রসভাববতী জগন্মনো হরতি।/তৎ কিং তরুণী? ন হি ন হি বাণী বাণস্য মধুরশীলস্য।।"

১৯ দণ্ডী

[বর্ধমান '১০]

উত্তর : সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে দণ্ডী অন্যতম। তাঁর পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যকাব্য বা গদ্য রোমান্সের কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। তিনিই লোককথার কাহিনির উপর আপন প্রতিভাবলে মহাকাব্যের সৌন্দর্য ঢেলে যে নতুন ছাঁচের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সেটাই সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্যকাব্য বা রোমান্স নামে পরিচিত। দণ্ডীর নামে প্রচলিত 'অবন্তিসুন্দরীকথা' থেকে কবির ব্যক্তিগত কিছু পরিচয় পাওয়া যায় — "স বাল এব মাত্রা চ পিত্রা চপি ব্যযুজ্যত।/অযুজ্যত গরীয়স্যা সরস্বত্যা শ্রুতেন চ।।"

কবি বাল্যকালে মাতাপিতাকে হারান। তিনি শ্রুত ও সরস্বতী নামে দুইজনের কাছে লালিতপালিত হন। কৌশিক গোত্রীয় ও ব্রাহ্মণ বংশে দণ্ডীর জন্ম। তিনি ছিলেন মহাকবি ভারবির প্রপৌত্র, বীরদত্ত ও গৌরীর পুত্র। কবির পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল গুজরাটের আনন্দপুরে, পরে তাঁরা দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীতে বসবাস শুরু করেন। পল্লবরাজ নৃসিংহবর্মা পুনরায় সিংহাসন অধিকার করলে দণ্ডী দেশে ফিরে রাজসভায় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন।

রাজশেখর বলেন — "ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ।" এই উক্তি অনুসারে দণ্ডী তিনখানি গ্রন্থের রচয়িতা। (১) 'দশকুমারচরিতম্', (২) 'কাব্যাদর্শ' এবং (৩) 'অবন্তিসুন্দরীকথা'। কেউ কেউ বলেন — 'ছন্দোবিচিতি', 'দ্বিসন্ধান' দণ্ডীর লেখা। চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে কাঞ্চী যখন অধিকার করেন দণ্ডী তখন বর্তমান থাকায় তিনি সপ্তম শতাব্দীর কবি। আবার দণ্ডীর কাব্যাদর্শে ভামহের রচনার উল্লেখ থাকায় এবং বামন দণ্ডীর সমালোচনা করায় দণ্ডী নিঃসন্দেহে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি কালের কবি।

দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতম্' আখ্যায়িকা শ্রেণির গদ্যকাব্য। এই গ্রন্থ পূর্বপীঠিকা, উত্তরপীঠিকা ও উপসংহার — এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। পূর্বপীঠিকায় ৫টি, উত্তরপীঠিকায় ৮টি এবং উপসংহারে ১টি উচ্ছ্বাস আছে। কাব্যটির আরম্ভ এবং উপসংহার দুই-ই অসংলগ্ন। অনেকে মনে করেন দণ্ডী তাঁর কাব্য 'দশকুমারচরিতম্' শেষ করে যেতে পারেননি, পরবর্তীকালে অপর কোনো কবি গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে দণ্ডীর স্থান অতি উচ্চে। লোককথার কাহিনির উপর ভিত্তি করে নিজ প্রতিভাবলে এক অত্যুত্তম গদ্য রোমান্স তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। চিরপ্রচলিত পৌরাণিক কাহিনি বা গতানুগতিক উপাখ্যান নিয়ে তাঁর কাহিনি রচিত হয়নি। রাজপ্রাসাদের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে সমাজের অন্তরে দণ্ডী প্রবেশ করেছেন।

দণ্ডীর কবিপ্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। প্রাকৃতিক বর্ণনায়, মানবিক রূপ-গুণ বর্ণনায়, ব্যঙ্গবিদ্রুপ পরিহাসে, পদলালিত্যে ও বাকচাতুর্যে এবং হাস্যরস সৃষ্টিতে দণ্ডীর নৈপুণ্য তুলনাহীন। দণ্ডী বাস্তব জগৎ ও জীবনের নিপুণ দ্রষ্টা। দণ্ডী শব্দটির অর্থ দণ্ডধারী। সমাজের অনাচারের বা কদাচারের বিরুদ্ধে নিজ লেখনীকেই তিনি দণ্ডরূপে ব্যবহার করেছেন। তাঁর গ্রন্থগুলিতে বৈচিত্র্য যেন শোভাযাত্রা করে

চলেছে। তাঁর গ্রন্থে যে জীবনচিত্র আছে, তাতে বাস্তব জীবনের সংবাদ দেওয়ার আগ্রহ আছে, সে সংবাদ সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোথাও নেই। তাই অধ্যাপক *কিথ* যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "Dandin is unquestionably masterly in his use of language."

২০ হর্ষচরিত [বর্ধমান ...]

উত্তর : সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের নিপুণ শিল্পী বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' আখ্যায়িকা শ্রেণির গদ্যকাব্য। ইতিহাসের নায়ক অবলম্বনে রচিত 'হর্ষচরিত' তাঁর প্রথম গ্রন্থ। তবে ইতিহাস ও তার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ এতে প্রধান নয়, কাব্যগুণই প্রধান। গ্রন্থের শুরুতে কয়েকটি শ্লোকে তিনি পূর্ববর্তী ভাস, কালিদাস প্রমুখ আদর্শ কবিদের প্রশস্তি রচনা করেছেন। আখ্যায়িকার নিয়মানুসারেই গ্রন্থটি ৮টি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত।

'হর্ষচরিত' ঐতিহাসিক গদ্য রচনা। এতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সম্রাট (খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী) হর্ষবর্ধনের রাজবংশের জন্মবৃত্তান্ত, রাজকীয় অভিযান, যুদ্ধযাত্রা ও বীরত্বব্যঞ্জক নানা ঘটনার অবতারণা করে লেখক হর্ষবর্ধনের মহিমা বর্ণনা করেছেন। আটটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত আখ্যায়িকাধর্মী এই রচনাটি হর্ষবর্ধন ও মরণোন্মুখী ভগিনী রাজ্যশ্রীর কাহিনি বর্ণনা করে অপ্রত্যাশিতভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

'হর্ষচরিত'-এর **প্রথম উচ্ছ্বাসে** বাণভট্ট নিজের বংশাবলির পরিচয় দিয়েছেন। কবির যৌবনকাল পর্যন্ত কার্যকলাপও এই অংশে রয়েছে। **দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসের** বর্ণিতব্য বিষয় — হর্ষবর্ধনের আদেশে তাঁর সভায় বাণভট্টের আগমন কথা। **তৃতীয় উচ্ছ্বাসে** জানা যায় বাণভট্টের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের কথা। ঘরে ফিরে নিজের আত্মীয়স্বজনদের কাছে রাজা হর্ষবর্ধনের ও স্থানেশ্বরের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন বাণভট্ট। **চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে** একে একে বর্ণিত হয়েছে — পুষ্যভূতি রাজা থেকে মহান রাজবংশের উদ্ভব, প্রভাকরবর্ধনের কার্যাবলি, রাজ্যবর্ধন, হর্ষবর্ধন ও রাজ্যশ্রীর জন্মকথা, রাজ্যশ্রীর সঙ্গে গ্রহবর্মার বিবাহ, হূণদের বিরুদ্ধে রাজ্যবর্ধনের অভিযান, প্রভাকরের মৃত্যু, রাজ্যশ্রীর কারারুদ্ধ, যুদ্ধে গৌড়রাজের হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু প্রভৃতি। **সপ্তম উচ্ছ্বাসের** বিষয় — গৌড়রাজের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধযাত্রা। **অষ্টম উচ্ছ্বাসে** আশ্রমে সমবেত অশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের ভাবগম্ভীর সমাবেশ এবং সত্য, সাম্য ও অহিংসার নিবিড় পরিবেশের বর্ণনা বড়োই সুন্দর। সেখানে দিবাকর মিত্র হর্ষকে রাজ্যশ্রীর খোঁজ দেন। রাজ্যশ্রীকে নিয়ে হর্ষ তাঁর শিবিরে ফিরে আসেন। এইখানেই ক্রমশ সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কাব্যটিরও যবনিকা পড়ে।

ঐতিহাসিক কাহিনিকে অবলম্বন করে 'হর্ষচরিত'-এ এই প্রথম গদ্যরচনার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। এদিক দিয়ে গ্রন্থটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই গ্রন্থে আমরা সমসময়ের দেশ, জাতি ও সমাজের ছবি দেখতে পাই। অবশ্য তা সত্ত্বেও এটিকে যথার্থ অর্থে ঐতিহাসিক রচনা বলা যায় না। কেন-না, 'হর্ষচরিত'-এ ঐতিহাসিক তথ্যের পাশাপাশি যথেষ্ট কবিকল্পনারও আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কাব্যগুণ বেশি মাত্রায় দেখা যায়। সমসাময়িক ঘটনার চিত্তাকর্ষক একটি কাব্যই বাণভট্ট আমাদের উপহার দিয়েছেন। কবির চিত্রাঙ্কন নৈপুণ্যে ঐতিহাসিক অংশ অনেকটাই আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ইতিহাসের ভাষায় যে ঋজুতা, প্রকাশ্যে যে সারল্য প্রয়োজন, 'হর্ষচরিত'-এ তা নেই। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ও অলংকরণের বন্ধনকে অতিক্রম করে তার যে আস্বাদ সেটা হল কাব্যরসের। পণ্ডিত, মনস্তত্ত্ববিদ, অর্থশাস্ত্রে নিপুণ বাগ্‌বিদগ্ধ বাণভট্টের ভূমিকা এখানে রাজসভাকবির। শেষে বলা যায়, শব্দের ঝংকারে, বর্ণনার বাস্তবতায় ও কল্পনার ঐশ্বর্যে বাণভট্টের গ্রন্থ সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' ইতিহাসের পটভূমিকায় নির্মিত গদ্যশিল্পে অলংকৃত একটি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ। এখানে রয়েছে গদ্যের দীর্ঘ সমাসবহুল ওজঃগুণের সম্পর্ক, আবার শান্ত সমাহিত বিষয়ের বর্ণনায় সরল, প্রাঞ্জল ও স্নিগ্ধ ভাষার সুন্দর আবেদন। ভাষার বৈভবে ঐশ্বর্যে, শব্দের গাম্ভীর্যে, প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য চিত্রণ ও বিচিত্র চরিত্রচিত্রণের কারুশিল্পে, ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে কবিকল্পনার সুন্দর ও সাবলীল সংমিশ্রণে গদ্যকাব্যটি সংস্কৃত সাহিত্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

Scanned with CamScanner

২৫ হিতোপদেশ

উত্তর : গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে এখনও যাদের স্থান মানুষের মনের মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নারায়ণশর্মার 'হিতোপদেশ'। গ্রন্থটি পঞ্চতন্ত্রের রচনারীতির আদর্শে মূল গল্পের মধ্যে প্রাসঙ্গিক ছোটো ছোটো গল্পের সমাবেশে রচিত। 'হিতোপদেশ'-এর ৪৩টি গল্পের মধ্যে ২৫টি গল্প 'পঞ্চতন্ত্র' থেকে গৃহীত। গল্পকার গ্রন্থের প্রথমেই ঋণ স্বীকার করে বলেছেন — "পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে।" অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল — বেতালপঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততি, রামায়ণ, মহাভারত এবং কামন্দকী নীতিসার উল্লেখযোগ্য।

'হিতোপদেশ' চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়গুলি হল — (১) মিত্রলাভ, (২) সুহৃদ্ভেদ, (৩) বিগ্রহ এবং (৪) সন্ধি। এই গ্রন্থের প্রথম দুটি অধ্যায়ের অধিকাংশই পঞ্চতন্ত্র থেকে নেওয়া। 'হিতোপদেশ'-এর তৃতীয় অধ্যায়টি পঞ্চতন্ত্রের তৃতীয় তন্ত্রের সঙ্গে সাধারণভাবে মিল থাকলেও ঘটনার বিন্যাস, গল্পের বিষয় এবং আরও অন্যান্য বিষয়ের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। নারায়ণ শর্মা কথাচ্ছলে বালকদের নীতি উপদেশ দিয়েছেন। কাঁচা মাটির পাত্রে দাগ যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়, তেমনই অপরিণত বয়সের বালকদের মনের উপর উপদেশের দাগও অধিকতর স্থায়ী হয়। তাই হিতোপদেশের সূচনায় বলা হয়েছে — "যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো ন অন্যথা ভবেৎ।/কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।।"

'হিতোপদেশ'-এর ছোটো গল্পগুলির রহস্যঘন পরিবেশ, যেমন — কল্যাণকটকে ভৈরবব্যাধ, চম্পকবতী অরণ্যানির মৃগকাকশৃগাল, মন্দর পর্বতের দুর্দান্ত নামক সিংহ, সমুদ্রতীরে টিট্টিভ দম্পতি, গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু প্রভৃতি সরলমতি বালক-বালিকাদের কল্পনারাজ্যে যেমন মায়ার সৃষ্টি করে, তেমনই মনে অপূর্ব আনন্দের শিহরন জাগায়। তা ছাড়া মুনি-মুষিক কথা, বীরবরের উপাখ্যান, ব্রাহ্মণের হঠকারিতায় উপকারক নকুলের মৃত্যু, সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনি, নীলবর্ণ শৃগালের গল্প প্রভৃতি গল্পকারের রচনার গুণে কত মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে। নারায়ণশর্মা কথাচ্ছলে বালকদের উপদেশ দেওয়ার জন্য লেখনী ধারণ করেন। সুন্দর রচনাশৈলী ও সরল ভাষায় পশুপাখিদের গল্পে কোমলমতি বালকদের আকৃষ্ট করেছেন। অন্য গ্রন্থ থেকে কাহিনি নিলেও তথ্যের পরম্পরায়, বৈচিত্র্যে, আকর্ষণীয়তায় এবং গতিবেগের সুনিপুণতায় লেখকের দক্ষতা অনস্বীকার্য। 'হিতোপদেশ'-এর গল্পগুলির মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতার যে উপাদানগুলি আছে, বিভিন্ন দেশ ও কালের ব্যবধান ছাড়িয়ে সেই উপদেশগুলি সকলের কাছে শাশ্বত মর্যাদায় ভূষিত হবে।

Scanned with CamScanner

২৮ পঞ্চতন্ত্র

[বর্ধমান '০৪,'০৬,'১৪]

উত্তর : পৃথিবীর গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'পঞ্চতন্ত্র'-র স্থান অনন্য। পশুপক্ষীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত গল্পগুলির মধ্যে 'পঞ্চতন্ত্র' এখনও জনগণের কাছে সমাদৃত। গ্রন্থটি এতই জনপ্রিয় যে পৃথিবীতে ৬০টিরও বেশি ভাষায় অন্তত দুশোর অধিক সংস্করণ প্রচলিত আছে। জাভা থেকে আরম্ভ করে আইসল্যান্ড পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভূভাগেই এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার। অবশ্য স্থান ও ভেদে এই গ্রন্থের যথেষ্ট রূপান্তরও ঘটেছে। 'পঞ্চতন্ত্র'-এর রচয়িতা বিষ্ণুশর্মা। প্রচলিত কাহিনি থেকে জানা যায়, দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের অমরশক্তি নামক রাজার তিন পুত্র জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায় তাদের গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিষ্ণুশর্মা গ্রন্থটি রচনা করেন। তাই প্রতিটি গল্পই শিক্ষাপ্রদ এবং এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হিত উপদেশাবলি। পাশ্চাত্য পণ্ডিত কিথ মনে করেন মূল গ্রন্থটি সম্ভবত খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের দিকে রচিত হতে পারে। অপরদিকে অনেকের মতে, মূল 'পঞ্চতন্ত্র'-এর রচনাকাল খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী।

'তন্ত্র' শব্দটির অর্থ নিরূপণ। শব্দটি বহু বিতর্কিত হলেও 'প্রসঙ্গ' অর্থে এর তাৎপর্য আমরা দেখি। পাঁচটি প্রসঙ্গ নিয়ে পাঁচটি তন্ত্র রচিত বলেই নামকরণ সম্ভবত 'পঞ্চতন্ত্র' হয়েছে। সেই পাঁচটি তন্ত্র হল — (১) মিত্রভেদ, (২) মিত্রপ্রাপ্তি, (৩) কাকোলূকীয়, (৪) লব্ধপ্রণাশ এবং (৫) অপরীক্ষিতকারক।

তন্ত্রগুলির বিষয় হল — (১) **মিত্রভেদ :** এই তন্ত্রে মোট বাইশটি গল্প আছে। মূল গল্পের চরিত্র দমনক ও করটক নামে দুই শৃগাল পিঙ্গলক নামে সিংহ এবং সঞ্জীবক নামে একটি ষাঁড়। এই মূল গল্প প্রসঙ্গে বাকি একুশটি গল্প সৃষ্টি হয়েছে। এই তন্ত্রে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডনীতি বিষয়ক রাজনীতির কথা আছে। এখানে কীলক উৎপাটনকারী বানরের দুর্দশা, কাকের বুদ্ধিতে কেউটের মৃত্যু, শশকের বুদ্ধিতে সিংহের বিনাশ, জীর্ণধন বণিকের কথা প্রভৃতি গল্পগুলি খুব চিত্তাকর্ষক। (২) **মিত্রপ্রাপ্তি :** দ্বিতীয় তন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে মিত্রপ্রাপ্তি। এতে মোট ছয়টি গল্প আছে। লঘুপতনক নামে এক কাকের গল্প দিয়ে আরম্ভ করে বাকি পাঁচটি গল্প লেখা হয়েছে। (৩) **কাকোলূকীয় :** তৃতীয় তন্ত্রে চারটি গল্প রয়েছে। কাক ও প্যাঁচার মধ্যে শত্রুতা বাঁধলে বনের অন্যান্য পাখিদের পরামর্শে প্যাঁচাকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায়, তা নিয়েই চারটি গল্প তৈরি হয়েছে। (৪) **লব্ধপ্রণাশ :** এই চতুর্থ তন্ত্রে মোট ষোলোটি গল্প আছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে ভেদনীতি, শঠতা, প্রবঞ্চতা স্থান পেলেও অধর্মের চরম প্রাপ্তি যে সর্বনাশ তা পাপবুদ্ধি ধর্মবুদ্ধি গল্পের মধ্য দিয়ে পাই। (৫) **অপরীক্ষিতকারক :** এই শেষ তন্ত্রে পনেরোটি ছোটো ছোটো গল্প আছে। এতে আছে রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা ও অর্থনীতি নিয়ে বিভিন্ন স্বাদের চিত্তাকর্ষক গল্প।

'পঞ্চতন্ত্র'-এর ভাষা সরল ও মার্জিত। এতে দীর্ঘ বর্ণনা, ভাবপ্রবণতা বা পাণ্ডিত্যের লেশমাত্র নেই। এই গ্রন্থের গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক এবং সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের নীতিশিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গ্রন্থকারে উদ্ভাবনশক্তি প্রশংসার যোগ্য এবং সংযম লক্ষণীয়। পরস্পর নিরপেক্ষ গল্পগুলির একমুখিতা রচয়িতার কলাকৌশলের পরিচায়ক। গ্রন্থকার রাজনীতি ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় যে দক্ষ ছিলেন তা তাঁর গল্পের মধ্যে পাই। নীতিগর্ভ শ্লোকগুলিকে যে প্রাঞ্জল ও সুচারু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তা সত্যই প্রশংসার দাবি রাখে। গল্পের উদ্দেশ্য যে মনোরঞ্জন ও নীতিশিক্ষা দান — তা সার্থকরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

৫৫ সুবন্ধু

[বর্ধমান '০৪, '১০]

উত্তর : যে তিনজন সাহিত্যিক সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য রচনায় সুবর্ণ যুগের প্রবর্তন করেছিলেন, সুবন্ধু তাঁদের মধ্যে অন্যতম এবং সম্ভবত কালের বিচারে প্রাচীনতম।

কবির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। কাব্যের মঙ্গলাচরণের শ্লোকে তিনি নিজেকে শুধু 'সুজনৈকবন্ধুঃ' বলে উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত টীকাকার শিবরাম ও সম্পাদক হল প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন কবির 'সুজন' নামে এক ভাই ছিলেন। অনেকে কবিকে বৈয়াকরণ বররুচির ভাগিনেয়, কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং মীমাংসা দর্শনের প্রবক্তা বলে মনে করেন। সপ্তম শতকের শেষভাগকে সুবন্ধুর রচনাকালের উত্তরসীমারূপে গ্রহণ করা অসমীচীন নয়।

সুবন্ধু মীমাংসা, ন্যায়, বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনে খুবই প্রবীণ ছিলেন। ইনি শ্লেষ এবং উপমার প্রসঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থের বহু বর্ণনা প্রসিদ্ধ এবং অল্প প্রসিদ্ধ ঘটনায় এবং পাত্রপাত্রীর উল্লেখ করে আপনার বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন। 'বাসবদত্তা' একটি কথা জাতীয় গদ্যকাব্য। বিষয়ের গুরুত্ব অপেক্ষা কাব্যনৈপুণ্যই বস্তুত এই কাব্যের দেহ। গৌড়ীয় রীতিতে রচিত এই কাব্যে শব্দ ব্যবহারে কবি আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বিরোধ, উৎপ্রেক্ষা, উপমা প্রভৃতি নানা অলংকারে কাব্যকে সাজিয়েছেন। কিন্তু এইসব স্থলে শ্লেষই কাব্যকে চমৎকারিত্ব দিয়েছে। যেমন.— "সা রসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কঙ্কর।" নগর, যুদ্ধ, সমুদ্র, পর্বত, সূর্যাস্ত বা ঋতু বর্ণনায়, প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ-মিলনের বর্ণনায়, এমনকি তাদের বিচিত্র মনোভাব বর্ণনায় সুবন্ধু যথোপযুক্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। 'বাসবদত্তা' শৃঙ্গার রসাত্মক অতিশ্লেষ প্রধান বক্রোক্তিমার্গের কাব্য। তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর কাব্য — "প্রত্যক্ষরশ্লেষময় প্রবন্ধবিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধির্নিবন্ধম্।"

৫৬ বাসবদত্তা

উত্তর : সুবন্ধুর একটিমাত্র গ্রন্থ 'বাসবদত্তা' নামে প্রসিদ্ধ। সুবন্ধু রচিত এই 'বাসবদত্তা' প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা 'বাসবদত্তা' অর্থাৎ এটি উদয়ন কাহিনির থেকে ভিন্ন। এটি সম্পূর্ণ কবির কল্পনাপ্রসূত। কেবল নায়িকার অভিধানটি প্রাচীন। মহাভারতের নল-দময়ন্তী কাহিনি এবং কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাট্যকাহিনির প্রভাব থাকলেও কথাসাহিত্যে প্রচলিত রূপকথার আধারে গ্রন্থটি রচিত। এই গ্রন্থের নায়িকা কুসুমপুরের রাজা শৃঙ্গারশেখরের কন্যা বাসবদত্তার নাম অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে 'বাসবদত্তা'।

সুবন্ধু মীমাংসা, ন্যায়, বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনে খুবই প্রবীণ ছিলেন। ইনি শ্লেষ এবং উপমার প্রসঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থের বহু বর্ণনা প্রসিদ্ধ এবং অল্প প্রসিদ্ধ ঘটনায় এবং পাত্রপাত্রীর উল্লেখ করে আপনার বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন। 'বাসবদত্তা' একটি কথা জাতীয় গদ্যকাব্য। বিষয়ের গুরুত্ব অপেক্ষা কাব্যনৈপুণ্যই বস্তুত এই কাব্যের দেহ। গৌড়ীয় রীতিতে রচিত এই কাব্যে শব্দ ব্যবহারে কবি আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বিরোধ, উৎপ্রেক্ষা, উপমা প্রভৃতি নানা অলংকারে কাব্যকে সাজিয়েছেন। কিন্তু এইসব স্থলে শ্লেষই কাব্যকে চমৎকারিত্ব দিয়েছে। যেমন — "সা রসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কঙ্কর।" নগর, যুদ্ধ, সমুদ্র, পর্বত, সূর্যাস্ত বা ঋতু বর্ণনায়, প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ-মিলনের বর্ণনায়, এমনকি তাদের বিচিত্র মনোভাব বর্ণনায় সুবন্ধু যথোপযুক্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। 'বাসবদত্তা' শৃঙ্গার রসাত্মক অতিশ্লেষ প্রধান বক্রোক্তিমার্গের কাব্য। তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর কাব্য — "প্রত্যক্ষরশ্লেষময় প্রবন্ধবিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধির্নিবন্ধম্।"

Scanned with CamScanner

১ বৃহৎকথা

[বর্ধমান '০২, '০৬, '১১, '১৩]

উত্তর : মানবসম্প্রদায়কে অবলম্বন করে যেসব গল্পসাহিত্য রচিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে 'বৃহৎকথা' সর্বপ্রাচীন এবং প্রধান স্থান অধিকার করেছে। 'বৃহৎকথা' বা 'বড্ডকহা' গুণাঢ্যের পৈশাচী প্রাকৃতে ৭ লক্ষ শ্লোকে রচিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মূল গ্রন্থটি বিলুপ্ত হলেও তাকে অবলম্বন করে রচিত পরবর্তী তিনটি গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছে — (১) বুদ্ধস্বামীর 'শ্লোকসংগ্রহ', (২) ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' এবং (৩) সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'। গুণাঢ্যের কাল আনুমানিক প্রথম শতক। তিনি সম্ভবত সাতবাহন রাজা হালের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। কথিত আছে যে, দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রপ্রদেশে প্রতিষ্ঠানপুরী নামক স্থানে গুণাঢ্যের জন্ম হয়। ওই দেশের রাজা সাতবাহন সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ছিলেন। গুণাঢ্যকে রাজা সহজে সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতির জন্য ব্যাকরণ রচনা করতে বললে তিনি রাজি না-হওয়ায় রাজা তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেন। মনঃকষ্টে অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে গুণাঢ্য পৈশাচী ভাষায় সাত লক্ষ শ্লোককে নিজের রক্ত দিয়ে গ্রন্থ রচনা করে পশুপক্ষীদের শুনিয়ে ছয় লক্ষ শ্লোক পুড়িয়ে ফেলেন। রাজা যখন গুণাঢ্যকে ফিরিয়ে নেন তখন মাত্র এক লক্ষ শ্লোক বাকি ছিল। 'বৃহৎকথা'-র মূল উপাখ্যানের নায়ক উদয়নপুত্র নরবাহনদত্ত। তাঁর প্রধান মহিষী মদনমঞ্চুকা। তন্ত্রশাস্ত্রের মতো এই কাহিনিও শিব-পার্বতীর কথোপকথনের আকারে বর্ণিত। সংস্কৃত সাহিত্যে 'বৃহৎকথা'-র মূল্য অপরিসীম। এই গ্রন্থের কাহিনি অবলম্বনে বহু কাব্যনাটক রচিত হয়ে সংস্কৃতের সাহিত্য ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছে। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' ও 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' ; দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতম্' ; সোমদেবের 'যশস্তিলকচম্পূ' ; বাণের 'কাদম্বরী' ; ধনপালের 'তিলকমঞ্জরী' ; সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' ; শ্রীহর্ষের 'নাগানন্দ' ও 'রত্নাবলী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গল্পের কাঠামোগুলি থেকে অনুমান করা যায়, গুণাঢ্য একজন শক্তিমান লেখক ছিলেন। তাঁর নাম ব্যাস-বাল্মীকির সঙ্গে শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করা যায়।

২ বেতালপঞ্চবিংশতি

উত্তর : যেসব উপকথা (Tale) বর্তমানে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে প্রাচীনতম হল 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। এতে পঁচিশটি গল্প মূল গল্পটিতে রাখা হয়েছে। এই পঁচিশটি গল্প বর্তমানে চারটি আকারে পাওয়া যায়। যেমন — (১) শিবদাস-কথিত, (২) জম্ভলদত্ত রচিত, (৩) বল্লভদাসকৃত সংক্ষিপ্ত রূপ, (৪) অজ্ঞাত লেখকের রচিত রূপ (ক্ষেমেন্দ্র রচিত পদ্যরূপের গদ্যরূপমাত্র)। গল্প অনুসারে রাজা বিক্রমসেন বা ত্রিবিক্রমসেনের কাছে বেতালের মুখে পঁচিশটি উপাখ্যান বর্ণিত। উজ্জয়িনীর মহারাজ বিক্রমাদিত্য এক সন্ন্যাসীর কথামতো শ্মশানে অবস্থিত এক বৃক্ষ থেকে একটি মৃতদেহ মৌনভাবে আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। রাজা যখন মৃতদেহটি কাঁধে করে আনছিলেন তখন মৃতদেহের ভিতরে অবস্থিত এক বেতাল (ভূত) রাজাকে একটি গল্প বলে সমস্যাসমাধানের জন্য উত্তর জিজ্ঞাসা করে। রাজা ঠিক উত্তর দেওয়ায় মৌনভঞ্জনহেতু শবটি অন্তর্হিত হয় এবং পুনরায় বৃক্ষে ঝুলতে থাকে। রাজা ফিরে গিয়ে আবার শবটি বহন করতে থাকেন এবং বেতালের প্রশ্নের উত্তরে রাজার মৌনভঙ্গ হওয়ায় শবটি আবার অন্তর্হিত হয়। এইভাবে বেতাল পঁচিশটি গল্প বলতে থাকে, রাজাও তার সঠিক উত্তর দিতে থাকেন। গ্রন্থে উক্ত কাহিনিগুলি 'বৃহৎকথামঞ্জরী'-তে ১,২২০ শ্লোকে এবং 'কথাসরিৎসাগর'-এ ২,১৯৫ শ্লোকে বর্ণিত। অতএব অনুমান করা যায়, হয়তো 'বৃহৎকথা' এই গ্রন্থের উৎস। লেখকের মৌলিকতা থাকুক বা না-থাকুক এটা ঠিক যে, প্রতিটি গল্পের অভিনবত্ব, বিচিত্র পরিবেশ ও বহু উপাদান, বুদ্ধির চাতুর্য, হাস্যরসের সমাবেশ, কল্পনার ব্যাপকতা, কৌতূহলোদ্দীপক এবং হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় এটি প্রাচীন ভারতীয় লোকসাহিত্যের এক মূল্যবান গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। শিবদাসকৃত 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-র (দ্বাদশ শতকের পরবর্তী) জনপ্রিয়তা বেশি দেখা যায়। কয়েকটি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ দেখা যায়। তা ছাড়া এই গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'কালমুক্' গ্রন্থ, তিব্বতীয় ভাষা এবং মঙ্গোলীয় 'সিদ্ধিকুর'-এ 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-র প্রভাব লক্ষ করা যায়।

Scanned with CamScanner

২৮ পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ — এই দুটির গ্রন্থের গ্রন্থকারের নাম এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদের যথাক্রমে উল্লেখ করো। এই রচনাগুলির সাহিত্যগুণ ও সামাজিক গুরুত্ব আলোচনা করো।

উত্তর : ▸▸ 'পঞ্চতন্ত্র'-গ্রন্থের গ্রন্থকারের নাম পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা। 'হিতোপদেশ' গ্রন্থের গ্রন্থকারের নাম হল নারায়ণশর্মা।

'পঞ্চতন্ত্র'-এর পরিচ্ছেদগুলি যথাক্রমে হল — (১) মিত্রভেদ, (২) মিত্রপ্রাপ্তি, (৩) কাকোলূকীয়, (৪) লব্ধপ্রণাশ এবং (৫) অপরীক্ষিতকারক।

'হিতোপদেশ'-এর পরিচ্ছেদগুলি যথাক্রমে হল — (১) মিত্রলাভ, (২) সুহৃদ্ভেদ, (৩) বিগ্রহ এবং (৪) সন্ধি।

▸▸ **'পঞ্চতন্ত্র'-এর সাহিত্যগুণ ও সামাজিক গুরুত্ব :** 'পঞ্চতন্ত্র'-এর পাঁচটি পরিচ্ছেদ বিশ্লেষণ করলে এর সাহিত্য গুণ ও সামাজিক গুরুত্ব বোঝা যায়।

(১) **মিত্রভেদ :** এই তন্ত্রে মোট বাইশটি গল্প আছে। মূল গল্পের চরিত্র দমনক ও করটক নামে দুই শৃগাল, পিঙ্গলক নামে সিংহ ও সঞ্জীবক নামে একটি ষাঁড়। এই মূল গল্প প্রসঙ্গে বাকি একুশটি গল্প সৃষ্টি হয়েছে। এই তন্ত্রে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডনীতি বিষয়ক

রাজনীতির কথা আছে। এখানে কিলক উৎপাটনকারী বানরের দুর্দশা, কাকের বুদ্ধিতে কেউটের মৃত্যু, শশকের বুদ্ধিতে সিংহের বিনাশ, জীর্ণধন বণিকের কথা প্রভৃতি গল্পগুলি খুব চিত্তাকর্ষক।

(২) **মিত্রপ্রাপ্তি :** দ্বিতীয় তন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে মিত্রপ্রাপ্তি। এতে মোট ছয়টি গল্প আছে। লঘুপতনক নামে এক কাকের গল্প দিয়ে আরম্ভ করে বাকি পাঁচটি গল্প লেখা হয়েছে।

(৩) **কাকোলূকীয় :** তৃতীয় তন্ত্রে চারটি গল্প রয়েছে। কাক ও প্যাঁচার মধ্যে শত্রুতা বাঁধলে বনের অন্যান্য পাখিদের পরামর্শে প্যাঁচাকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায়, তা নিয়েই চারটি গল্প তৈরি হয়েছে।

(৪) **লব্ধপ্রণাশ :** চতুর্থ তন্ত্রে মোট ষোলোটি গল্প আছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে ভেদনীতি, শঠতা, প্রবঞ্চনা স্থান পেলেও অধমের চরম প্রাপ্তি যে সর্বনাশ তা পাপবুদ্ধি ধর্মবুদ্ধি গল্পের মধ্য দিয়ে পাই।

(৫) **অপরীক্ষিতকারক :** এই শেষ তন্ত্রে পনেরোটি ছোটো গল্প আছে। এতে আছে রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা ও অর্থনীতি নিয়ে বিভিন্ন স্বাদের চিত্তাকর্ষক গল্প।

'পঞ্চতন্ত্র'-এর ভাষা সরল ও মার্জিত। এতে দীর্ঘ বর্ণনা, ভাবপ্রবণতা বা পাণ্ডিত্যের লেশমাত্র নেই। এই গ্রন্থের গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক এবং সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের নীতিশিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গ্রন্থকারের উদ্ভাবনশক্তি প্রশংসার যোগ্য এবং সংযম লক্ষণীয়। পরস্পর নিরপেক্ষ গল্পগুলির একমুখিতা রচয়িতার কলাকৌশলের পরিচায়ক। গ্রন্থকার রাজনীতি ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় যে দক্ষ ছিলেন তা তাঁর গল্পের মধ্যে পাই। নীতিগর্ভ শ্লোকগুলিকে যে প্রাঞ্জল ও সুচারু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তা সত্যই প্রশংসার দাবি রাখে। গল্পের উদ্দেশ্য যে মনোরঞ্জন ও নীতিশিক্ষা দান — তা সার্থকরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে।

'হিতোপদেশ'-এর সাহিত্যগুণ ও সামাজিক গুরুত্ব : 'হিতোপদেশ' চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলি হল — (১) মিত্রলাভ, (২) সুহৃদ্ভেদ, (৩) বিগ্রহ এবং (৪) সন্ধি। "মিত্রলাভঃ সুহৃদ্ভেদো বিগ্রহ সন্ধিরেব চ।"

এই গ্রন্থের প্রথম দুটি অধ্যায়ের অধিকাংশই 'পঞ্চতন্ত্র' থেকে নেওয়া। 'হিতোপদেশ'-এর তৃতীয় অধ্যায়টি 'পঞ্চতন্ত্র'-এর তৃতীয় তন্ত্রের সঙ্গে সাধারণভাবে মিল থাকলেও ঘটনার বিন্যাস, গল্পের বিষয় এবং আরও অন্যান্য বিষয়ের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। নারায়ণ শর্মা কথাচ্ছলে বালকদের নীতি উপদেশ দিয়েছেন। কাঁচা মাটির পাত্রে দাগ যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়, তেমনই অপরিণত বয়সের বালকদের মনের উপর উপদেশের দাগও অধিকতর স্থায়ী হয়। তাই হিতোপদেশের সূচনায় বলা হয়েছে —"যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো ন অন্যথা ভবেৎ।/কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।।"

'হিতোপদেশ'-এর ছোটো গল্পগুলির রহস্যঘন পরিবেশ, যেমন — কল্যাণ কটকে ভৈরব ব্যাধ, চম্পকবতী অরণ্যানির মৃগকাকশৃগাল, মন্দর পর্বতের দুর্দান্ত নামক সিংহ, সমুদ্রতীরে টিট্টিভ দম্পতি, গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু প্রভৃতি সরলমতি বালক-বালিকাদের কল্পনারাজ্যে যেমন মায়ার সৃষ্টি করে, তেমনই মনে অপূর্ব আনন্দের শিহরন জাগায়। তা ছাড়া মুনি-মূষিক কথা, বীরবরের উপাখ্যান, ব্রাহ্মণের হঠকারিতায় উপকারক নকুলের মৃত্যু, সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনি, নীলবর্ণ শৃগালের গল্প প্রভৃতি গল্পকারের রচনার গুণে কত মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

নারায়ণ শর্মা কথাচ্ছলে বালকদের উপদেশ দেওয়ার জন্য লেখনী ধারণ করেন। সুন্দর রচনাশৈলী ও সরল ভাষায় পশুপাখিদের গল্পে কোমলমতি বালকদের আকৃষ্ট করেছেন। অন্য গ্রন্থ থেকে কাহিনি নিলেও তথ্যের পরম্পরায়, বৈচিত্র্যে, আকর্ষণীয়তায় এবং গতিবেগের সুনিপুণতায় লেখকের দক্ষতা অনস্বীকার্য। 'হিতোপদেশ'-এর গল্পগুলির মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতার যে উপাদানগুলি বালকেরা পায়, তাতে জীবনে চলার পথে অনেক কাজে লাগবে। শুধু বালকদের ক্ষেত্রে কেন, বিভিন্ন দেশ ও কালের ব্যবধান ছাড়িয়ে সেই উপদেশগুলি সকলের কাছে শাশ্বত মর্যাদায় ভূষিত হবে।

Scanned with CamScanner

১২ গদ্যসাহিত্যের বিভাগগুলি উল্লেখ করো। গদ্যসাহিত্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[বর্ধমান '০১, '০৪, '০৮]

উত্তর : ▸▸ অগ্নিপুরাণে গদ্যসাহিত্যের বিভাগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে — "আখ্যায়িকা কথা খণ্ডকথা পরিকথা তথা।/কথালিকেতি মন্যন্তে গদ্যকাব্যঞ্চ পঞ্চধা।।"

গদ্যসাহিত্যের বিভাগ পাঁচটি। যেমন — (১) আখ্যায়িকা, (২) কথা, (৩) খণ্ডকথা, (৪) পরিকথা, (৫) কথালিকা। তবে পাঁচটি বিভাগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথা ও আখ্যায়িকা।

▸▸ ঠিক কবে, কোন্ সময় থেকে সংস্কৃত গদ্যকাব্যের সূচনা — এ বৃত্তান্ত আজও রহস্যাবৃত। ভারতবাসী প্রথম গদ্যরচনা দর্শন করে যজুর্বেদে। তারপর ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, অথর্ববেদ, বেদাঙ্গ, সূত্রসাহিত্য প্রভৃতিতে গদ্যের নিদর্শন পাই। কাত্যায়নের বার্তিকে আখ্যায়িকার উল্লেখ দেখা যায়। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 'বাসবদত্তা', 'সুমনোত্তরা' ও 'ভৈমরথী' নামে তিনখানি গদ্যকাব্যের উল্লেখ করেছেন। বররুচির 'চারুমতী', সোমিলের 'শূদ্রককথা', শ্রীপালিতের 'তরঙ্গবতী', ধনপালের 'ত্রৈলোক্যসুন্দরী' প্রভৃতি গদ্যকাব্য আজ শুধু নামে পর্যবসিত। পূর্বসূরিদের সেই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডী, সুবন্ধু ও বাণভট্ট গদ্যকাব্যের সুদৃশ্য সৌধ নির্মাণ করেছেন।

সুবন্ধু যে তিনজন সাহিত্যিক সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য রচনায় সুবর্ণ যুগের প্রবর্তন করেছিলেন, সুবন্ধু তাঁদের মধ্যে অন্যতম এবং সম্ভবত কালের বিচারে প্রাচীনতম।

বাসবদত্তা : সুবন্ধুর একটিমাত্র গ্রন্থ 'বাসবদত্তা' নামে প্রসিদ্ধ। সুবন্ধু রচিত এই 'বাসবদত্তা' প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা বাসবদত্তা অর্থাৎ এটি উদয়ন কাহিনির থেকে ভিন্ন। এটি সম্পূর্ণ কবির কল্পনাপ্রসূত। কেবল নায়িকার অভিধানটি প্রাচীন।

রচনাবৈশিষ্ট্য : সুবন্ধু মীমাংসা, ন্যায়, বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনে খুবই প্রবীণ ছিলেন। ইনি শ্লেষ এবং উপমার প্রসঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থের বহু বর্ণনা প্রসিদ্ধ এবং অল্প প্রসিদ্ধ ঘটনায় এবং পাত্রপাত্রীর উল্লেখ করে আপনার বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন। 'বাসবদত্তা' একটি কথা জাতীয় গদ্যকাব্য। এতে বিষয়ের গুরুত্ব অপেক্ষা কাব্যনৈপুণ্যই বস্তুত এই কাব্যের দেহ। গৌড়ীয় রীতিতে রচিত এই কাব্যে শব্দ ব্যবহারে কবি আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বিরোধ, উৎপ্রেক্ষা, উপমা প্রভৃতি নানা অলংকারে কাব্যকে সাজিয়েছেন। কিন্তু এইসব স্থলে শ্লেষই কাব্যকে চমৎকারিত্ব দিয়েছে। যেমন — "সা রসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কঙ্কঃ।" নগর, যুদ্ধ, সমুদ্র, পর্বত, সূর্যাস্ত বা ঋতু বর্ণনায়, প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ-মিলনের বর্ণনায়, এমনকি তাদের বিচিত্র মনোভাব বর্ণনায় সুবন্ধু যথোপযুক্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। 'বাসবদত্তা' শৃঙ্গার রসাত্মক অতিশ্লেষ প্রধান বক্রোক্তিমার্গের কাব্য। তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর কাব্য — "প্রত্যক্ষরশ্লেষময় প্রবন্ধবিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধির্নিবন্ধম্।"

দণ্ডী সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে দণ্ডী অন্যতম। তিনিই লোককথার কাহিনির উপর আপন প্রতিভাবলে মহাকাব্যের সৌন্দর্য ঢেলে যে নতুন ছাঁচের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সেটাই সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্যকাব্য বা রোমান্স নামে পরিচিত।

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে দণ্ডীর স্থান অতি উচ্চে। লোককথার কাহিনির উপর ভিত্তি করে নিজ প্রতিভাবলে এক অত্যুত্তম গদ্য রোমান্স তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। চিরপ্রচলিত পৌরাণিক কাহিনি বা গতানুগতিক উপাখ্যান নিয়ে তাঁর কাহিনি রচিত হয়নি। রাজপ্রাসাদের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে সমাজের অন্তরে দণ্ডী প্রবেশ করেছেন। *দণ্ডী* রচিত আখ্যায়িকা স্তরীভূত কাব হল 'দশকুমারচরিতম্'। দণ্ডীর কবিপ্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। প্রাকৃতিক বর্ণনায়, মানবিক রূপ-গুণ বর্ণনায়, ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিহাসে, পদলালিত্যে ও বাক্‌চাতুর্যে এবং হাস্যরস সৃষ্টিতে দণ্ডীর নৈপুণ্য তুলনাহীন। দণ্ডী বাস্তব জগৎ ও জীবনের নিপুণ দ্রষ্টা। দণ্ডী শব্দটির অর্থ দণ্ডধারী। সমাজের অনাচারের বা কদাচারের বিরুদ্ধে নিজ লেখনীকেই তিনি দণ্ডরূপে ব্যবহার করেছেন। তাঁর গ্রন্থগুলিতে বৈচিত্র্য যেন শোভাযাত্রা করে চলেছে। তাঁর গ্রন্থে যে জীবনচিত্র আছে, তাতে বাস্তব জীবনের সংবাদ দেওয়ার তাগিদ আছে, সে সংবাদ সংস্কৃত সাহিত্যে আর

Scanned with CamScanner

কোথাও নেই। তাই অধ্যাপক *কিথ* যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "Dandin is unquestionably masterly in his use of language."

বাণভট্ট বাণভট্ট সংস্কৃত গদ্যকাব্যের দরবারে রাজাধিরাজ। কালিদাস যেমন সংস্কৃত কাব্যের জগতে উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত, বাণভট্টও তেমনই গদ্যকাব্যের (Prose Romance) ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মহিমায় মণ্ডিত। তাঁর অলোকসামান্য সৃষ্টিনৈপুণ্যে সংস্কৃত গদ্যকাব্য মহনীয় গুণগরিমায় ও চমকপ্রদ উৎকর্ষে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে।

হর্ষচরিত : 'হর্ষচরিত' ঐতিহাসিক গদ্য রচনা। এতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সম্রাট (খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী) হর্ষবর্ধনের রাজবংশের জন্মবৃত্তান্ত, রাজনৈতিক অভিযান, যুদ্ধযাত্রা ও বীরত্বব্যঞ্জক নানা ঘটনার অবতারণা করে লেখক হর্ষবর্ধনের মহিমা বর্ণনা করেছেন। আটটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত আখ্যায়িকাধর্মী এই রচনাটি হর্ষবর্ধন ও মরণোন্মুখী ভগিনী রাজ্যশ্রীর কাহিনি বর্ণনা করে অপ্রত্যাশিতভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

বাণভট্টের 'কাদম্বরী' সর্বশ্রেষ্ঠ কথাজাতীয় গদ্যকাব্য। কল্পনার স্বাধীনতায়, বর্ণনার স্বচ্ছন্দচারিতায় এবং প্রতিভার দীপ্তিতে কবি তাঁর এই কাব্যকে বিচিত্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন। 'কাদম্বরী' শব্দের অর্থ সুরা। সুরার মাদকতায় মানুষ আনন্দে বিভোর হয়। 'কাদম্বরী'-র রসামৃত পান করে পাঠকসমাজ আনন্দে আত্মহারা। তাই আহারে রুচি নেই। সেই কারণে বলা হয় — "কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে।" এই গদ্যকাব্যের দুটি ভাগ — (১) পূর্বভাগ, (২) উত্তরভাগ। পূর্বভাগ বাণভট্টের লেখা। এতে তিনটি অংশ আছে — (ক) কথামুখম্, (খ) শুকপাখির আত্মকথা, (গ) কাদম্বরীর মূল অংশ। বাণভট্টের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভূষণভট্ট বা পুলিন্দ 'উত্তরভাগ' লেখেন।

রচনাবৈশিষ্ট্য : সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের জগতে বাণভট্ট কবি সার্বভৌম। শ্লেষে, শব্দগুম্ফনে, রসে, অলংকারে ও সদর্থ বিষয়ক কথাবর্ণনে বাণভট্ট যথার্থই "পঞ্চবাণস্তু বাণঃ"। শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কবির পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই প্রতি পদে পদে। তিনি নিজেই 'হর্ষচরিত'-এ বলেছেন — "সম্যক পঠিতঃ সাঙ্গো বেদঃ শ্রুতানি যথাশক্তি শাস্ত্রাণি।" এমন কোনো বিষয় নেই যা বাণভট্টের কাব্যদ্বয়ে নেই। তাই বাণভট্টের সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে — "বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্।" বাণভট্ট ভাষাজগৎকে উচ্ছিষ্ট (এঁটো) করে দিয়েছেন। কী বিষয় বর্ণনে, কী চরিত্রচিত্রণে, এমনকি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-বিরহের বাস্তব চিত্র উপস্থাপনে — সর্বত্রই বাণভট্টের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অনন্যসুলভ চিত্রগ্রাহিতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। তবে বাণভট্টের কাব্যকাননে সাধারণের প্রবেশ দুষ্কর।

পরবর্তী গদ্যকাব্য পরবর্তীকালে যেসব গদ্যগ্রন্থ সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — ধনপালের 'তিলকমঞ্জরী', বামনভট্টবাণের 'বেমভূপালচরিত', বিশ্বেশ্বর প্রণীত 'মন্দারমঞ্জরী', সোড্ঢলের 'উদয়সুন্দরীকথা', আনন্দধরের 'মাধবনলকথা', বিদ্যাচক্রবর্তীর 'গদ্যকর্ণামৃত', অগস্ত্যের 'কৃষ্ণচরিত', দেববিজয়গণির 'রামচরিত' প্রভৃতি।

পেয়েছেন।

৮ **'গল্পসাহিত্য' বলতে কী বোঝো? সংস্কৃতে রচিত গল্পসাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।** [বর্ধমান '১১]

উত্তর : ▸▸ মানুষের কল্পনাপিয়াসী স্বপ্নবিলাসী মন মনুষ্যজগৎকে নিয়ে এবং মনুষ্যজগতের অনুকরণে সৃষ্ট কাল্পনিক জগতের দেবদেবী, রক্ষঃ-যক্ষ, কিন্নর-গন্ধর্ব, অপ্সরা, পশু-পক্ষী-জীবজন্তুদের নিয়ে যে কথাসাহিত্য রচনা করে তাকে বলে গল্পসাহিত্য। যেমন — বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র'।

▸▸ সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল রত্নভাণ্ডারে গল্পসাহিত্যের একটি বিশেষ স্থান আছে। মানুষের গল্প শোনার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই ভারতবর্ষে গল্পকথার উদ্ভব হয়েছে। গল্প বলার ও গল্প শোনার স্বাভাবিক আকর্ষণ থেকেই গল্পকথার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা গল্পসাহিত্যকে তিনভাবে দেখি — (১) পশুপাখি অবলম্বনে গল্প, (২) মানুষ, গন্ধর্ব প্রভৃতি অবলম্বনে রূপকথা এবং (৩) জনশ্রুতি লোককথা। প্রথম ভাগে **ঋগ্বেদে** — মনুমৎস্যকথা, ভেকসূক্ত, **ছান্দোগ্যে** — কুকুরের গল্প, **পুরাণে** — নানা নীতিগর্ভকথা, **মহাভারতে** — পাখির গল্প, **রামায়ণে** — নীতিকথার উল্লেখ, **মহাকাব্যে** — অহিনকুল, কাকোলূক প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের গল্পসাহিত্যের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ আমরা বৌদ্ধ ও জৈন লৌকিক সাহিত্যে পাই।

Scanned with CamScanner

পণ্ডিতপ্রবর এ.বি. কিথ গল্পসাহিত্য বা কথাসাহিত্যকে দুটি ধারায় বিভক্ত করেছেন — **(ক) রম্যকথা (Tale)** : এই ধারার পাত্রপাত্রী মানবসম্প্রদায়ভুক্ত। **(খ) হিতকথা (Fable)** : এই ধারার পাত্রপাত্রী মানবেতর পশু-পক্ষী-আদি তির্যক প্রাণী। অন্যদিকে গদ্যসাহিত্যে তিনভাগে ভাগ করা যায় — (১) কথা (কবিকল্পিত), (২) আখ্যায়িকা (ইতিহাসভিত্তিক), (৩) উপকথা (গল্প বা কথাসাহিত্য)। উপকথা আবার তিন শ্রেণিতে বিভক্ত — **(ক) খণ্ডকথা** : জাতকের গল্প আর্যশূরের 'জাতকমালা', নন্দীশ্বরের 'অবদানশতক'। **(খ) কথানক বা কথানিকা** : জৈন কাহিনি, যেমন — ধনপাল রচিত 'তিলকমঞ্জরী' ; মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধচিন্তামণি' ; রাজশেখরের 'প্রবন্ধকোশ' প্রভৃতি। (গ) পরিকথা : **(অ) সাধারণ** : গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' ; বৌদ্ধস্বামীর 'শ্লোক সংগ্রহ' ; ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' ; সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' ; ক্ষেমঙ্করের 'সিংহাসন-দ্বাত্রিংশিকা' ; শিবদাসের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ; বাদীভসিংহসূরির 'গদ্যচিন্তামণি' ; সিদ্ধর্ষির 'উপমিতিভব প্রপঞ্চকথা' ; শিবদাসের 'কথার্ণব' ; বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা' ; বল্লালের 'ভোজপ্রবন্ধ' ; হিমবিজয়গণির 'কথারত্নাকর' প্রভৃতি। **(আ) পশুপাখির গল্প** : বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ; নারায়ণ শর্মার 'হিতোপদেশ' ; শ্রীবররচিত 'কথাকৌতুক' ; চিন্তামণিভট্টের 'শুকসপ্ততিকথা'।

এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্পসাহিত্যের সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

বৃহৎকথা : গল্পসাহিত্যের সর্বপ্রাচীন বৃহত্তম গ্রন্থ হল — পৈশাচী প্রাকৃতে এক লক্ষ শ্লোকে রচিত গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'। মূল 'বৃহৎকথা' গ্রন্থটি বর্তমানে লোপ পেয়েছে। এই মূল গ্রন্থকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়। যেমন — (১) বুদ্ধস্বামীর 'বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ', (২) ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী', (৩) সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'।

কথাসরিৎসাগর : 'কথাসরিৎসাগর' শুধু সংস্কৃত কথাসাহিত্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নয়, পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম গল্পসংকলন গ্রন্থ। ভারতীয় রূপকথার উৎস গুণাঢ্যের পৈশাচী প্রাকৃতে লেখা মহাগ্রন্থ 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে কাশ্মীরের পণ্ডিত সোমদেব 'কথাসরিৎসাগর' রচনা করেন।

তৎকালীন সমাজচিত্র : সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থ থেকে তৎকালীন সমাজের অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়। যেমন — তখন সমুদ্রপথে নৌ-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। স্থাপত্য শিল্পের বিস্তারলাভ ঘটে। সমাজে শৈব ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ — চোর, জুয়াড়ি, ধূর্ত, ভিক্ষুক, বেশ্যাগামী, কপট প্রভৃতির চিত্রণ এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। জনগণের চরিত্রে যে হীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে উঠেছিল, তারই প্রকাশ করে সোমদেব তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। এইদিক দিয়ে এই গ্রন্থকে সমাজের দলিল বলা যেতে পারে। তাই এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

পঞ্চতন্ত্র : পৃথিবীর গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষায় রচিত **'পঞ্চতন্ত্র'**-এর স্থান অনন্য। পশুপক্ষীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত গল্পগুলির মধ্যে 'পঞ্চতন্ত্র' এখনও জনগণের কাছে সমাদৃত। গ্রন্থটি এতই জনপ্রিয় যে পৃথিবীতে ৬০টিরও বেশি ভাষায় অন্তত দুশোরও অধিক সংস্করণ প্রচলিত আছে। জাভা থেকে আরম্ভ করে আইসল্যান্ড পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভূভাগেই এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার। অবশ্য স্থান ও কাল ভেদে এই গ্রন্থের যথেষ্ট রূপান্তরও ঘটেছে।

বৈশিষ্ট্য : 'পঞ্চতন্ত্র'-এর ভাষা সরল ও মার্জিত। এতে দীর্ঘ বর্ণনা, ভাবপ্রবণতা বা পাণ্ডিত্যের লেশমাত্র নেই। এই গ্রন্থের গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক এবং সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের নীতিশিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গ্রন্থকারের উদ্ভাবনশক্তি প্রশংসার যোগ্য এবং বিশেষ লক্ষণীয়। পরস্পর নিরপেক্ষ গল্পগুলির একমুখিতা রচয়িতার কলাকৌশলের পরিচায়ক। গ্রন্থকার রাজনীতি ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় যে দক্ষ ছিলেন তা তাঁর গল্পের মধ্যে পাই। নীতিগর্ভ শ্লোকগুলিকে যে প্রাঞ্জল ও সুচারু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তা সত্যই প্রশংসার দাবি রাখে। গল্পের উদ্দেশ্য যে মনোরঞ্জন ও নীতিশিক্ষা দান — তা সার্থকরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে।

হিতোপদেশ : গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে এখনও যাদের স্থান মানুষের মনের মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নারায়ণ শর্মার 'হিতোপদেশ'। গ্রন্থটি 'পঞ্চতন্ত্র'-এর রচনারীতির আদর্শে মূল গল্পের মধ্যে প্রাসঙ্গিক ছোটো ছোটো গল্পের সমাবেশে

Scanned with CamScanner

রচিত। 'হিতোপদেশ'-এর ৪৩টি গল্পের মধ্যে ২৫টি গল্প 'পঞ্চতন্ত্র' থেকে গৃহীত। গল্পকার গ্রন্থের প্রথমেই ঋণ স্বীকার করে বলেছেন —"পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে"।

বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য : 'হিতোপদেশ'-এর ছোটো গল্পগুলির রহস্যঘন পরিবেশ, যেমন — কল্যাণ কটকে ভৈরব ব্যাধ, চম্পকবতী অরণ্যানীর মৃগকাকশৃগাল, মন্দর পর্বতের দুর্দান্ত নামক সিংহ, সমুদ্রতীরে টিট্টিভ দম্পতি, গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু প্রভৃতি সরলমতি বালক-বালিকাদের কল্পনারাজ্যে যেমন মায়ার সৃষ্টি করে, তেমনই মনে অপূর্ব আনন্দের শিহরন জাগায়। তা ছাড়া মুনি-মূষিক কথা, বীরবরের উপাখ্যান, ব্রাহ্মণের হঠকারিতায় উপকারক নকুলের মৃত্যু, সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনি, নীলবর্ণ শৃগালের গল্প প্রভৃতি গল্পকারের রচনার গুণে কত মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

বেতালপঞ্চবিংশতি : পঁচিশটি গল্প নিয়ে লেখা 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গল্পগ্রন্থটি সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে বেতালের কথোপকথন এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়। এই পঁচিশটি গল্প বর্তমানে চারটি আকারে পাওয়া যায়। যেমন — (১) শিবদাস কথিত, (২) জম্ভল দত্ত রচিত, (৩) বল্লভদাস রচিত, (৪) অজ্ঞাত লেখকের রূপ। এই চারটির মধ্যে শিবদাস রচিত রূপটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সিংহাসন-দ্বাত্রিংশিকা : বিক্রমাদিত্য রাজাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত ৩২টি গল্পের সংকলন 'সিংহাসন-দ্বাত্রিংশিকা' বা 'বিক্রমাঙ্কচরিত' মহাকবি কালিদাস, রামচন্দ্র, সিদ্ধসেন দিবাকর, ক্ষেমঙ্কর প্রভৃতি রচয়িতার নামে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পাওয়া গেছে।

শুকসপ্ততিকথা : বহু পণ্ডিতের মতে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চিন্তামণিভট্ট 'শুকসপ্ততিকথা' নামক গল্পগ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থের নাম থেকে বোঝা যায় যে, এতে শুকপক্ষী কথিত সপ্ততি সংখ্যক (৭০টি) গল্পের সমাবেশ ঘটেছে।

তন্ত্রাখ্যায়িকা : বর্তমানকালে 'পঞ্চতন্ত্র'-এর দুটি সংস্করণ বহুল প্রচলিত — একটি 'পঞ্চতন্ত্র', অপরটি 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'। এর ভাষা খুব সহজ এবং মাধুর্যমণ্ডিত।

এই গ্রন্থগুলি ছাড়া বিদ্যাপতির ৪৪টি কাহিনির সমন্বয়ে রচিত 'পুরুষপরীক্ষা', মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধচিন্তামণি' (১৩০৬ খ্রিস্টাব্দ) এবং রাজশেখরের 'প্রবন্ধকোশ' (১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি নানা গল্পগ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

৯ কালিদাসোত্তর যে-কোনো চারজন মহাকবির নাম লেখো। তাঁদের সাহিত্যকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

[বর্ধমান '১০]

উত্তর : ▸▸ কালিদাসোত্তর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে চারজন হলেন — (১) মহাকবি ভারবি, (২) মহাকবি ভর্তৃহরি, (৩) মহাকবি মাঘ এবং (৪) মহাকবি শ্রীহর্ষ।

▸▸ এখানে কালিদাসোত্তর এই চারজন মহাকবির সাহিত্যকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল :

মহাকবি ভারবি কালিদাসোত্তর যুগের মহাকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মহাকবি ভারবি। তাঁর রচিত একটিমাত্র মহাকাব্য 'কিরাতার্জুনীয়ম্' ভারবিকে মহাকবিরূপে চিহ্নিত করেছে।

কাব্যবৈশিষ্ট্য : এই মহাকাব্যখানি পাঠ করলে স্বভাবতই মনে পড়ে — স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি নিয়ে ভারবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থগৌরব প্রকাশেই তাঁর খ্যাতি "ভারবেরর্থগৌরবম্"। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায়, মনোরম শব্দচয়নে, অলংকার সন্নিবেশে এবং ভাষার ঝংকারেও তাঁর পাণ্ডিত্য কম ছিল না। কথিত আছে, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মহাকবি মাঘের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ভারবির তুল্য অর্থগৌরব অন্য কোনো কবি প্রদর্শন করতে পারেননি। তাঁর নাটকীয় বাচনভঙ্গি, স্বচ্ছন্দ রচনারীতি ও হার্দিক আবেদন, ছন্দ-অলংকারের নৈপুণ্য, ওজস্বী ভাষা এবং সারগর্ভ উক্তি প্রভৃতি সকল আদর্শকবির বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই 'কিরাতার্জুনীয়ম্' কাব্যের টীকাকার মল্লিনাথ ভারবির রচনাকে নারিকেল ফলের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন — "নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ।"

১৮৯ গদ্যকাব্য কাকে বলে ?

উত্তর : সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায় — (১) শ্রব্য এবং (২) দৃশ্য (নাটক)। শ্রব্যকাব্যের বিভিন্ন ভাগের মধ্যে গদ্যকাব্য অন্যতম। গদ্য রচনাই হল কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মাপকাঠি। কারণ — "গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি"। গদ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে দণ্ডী বলেছেন, পাদবিহীন ও অর্থসমন্বিত পদ সন্নিবেশই গদ্য। "অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্" (কাব্যাদর্শ ১/২৩)।

১৯০ গদ্যকাব্যের বিভাগ কয়টি ও কী কী ?

উত্তর : গদ্যকাব্য দুই শ্রেণিতে বিভক্ত, যেমন — (১) আখ্যায়িকা এবং (২) কথা।

১৯১ দণ্ডীর গ্রন্থগুলির নাম লেখো। *[বর্ধমান '১১, '১২]*

উত্তর : দণ্ডী তিনখানি গ্রন্থের রচয়িতা, সেগুলি হল — (১) 'দশকুমারচরিতম্', (২) 'কাব্যাদর্শ' এবং (৩) 'অবন্তিসুন্দরী' কথা। কেউ কেউ বলেন — 'ছন্দোবিচিতি', 'দ্বিসন্ধান' দণ্ডীর লেখা।

১৯২ দণ্ডীর পরিচিতি দাও এবং স্থিতিকাল নির্ণয় করো।

উত্তর : কৌশিকগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে দণ্ডীর জন্ম। তিনি ছিলেন মহাকবি ভারবির প্রপৌত্র, বীরদত্ত ও গৌরীর পুত্র। গুজরাটের আনন্দপুরে তাঁর আদিবাস হলেও তিনি পরে দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীতে বসবাস শুরু করেন। তিনি পল্লবরাজ নৃসিংহবর্মার রাজসভায় অল্পকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি সপ্তম শতাব্দীর কবি।

Scanned with CamScanner

১৯৩ দশকুমারচরিতম্-এর গঠনবৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। [বর্ধমান '০৩, '০৭]

উত্তর : দণ্ডীর লেখা 'দশকুমারচরিতম্' কাব্য লোককথার কাহিনির ভিত্তিতে রচিত। এই আখ্যায়িকা শ্রেণিকাব্য পূর্বপীঠিকা (৫টি উচ্ছ্বাস), উত্তরপীঠিকা (৮টি উচ্ছ্বাস), উপসংহার (১টি উচ্ছ্বাস) — এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। পরবর্তীকালে ভূষণভট্ট গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন।

১৯৪ 'দশকুমারচরিতম্' নাম হল কেন?

উত্তর : দশজন কুমারের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত বলে 'দশকুমারচরিতম্' নামকরণ হয়েছে।

১৯৫ দণ্ডীর রচনা বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লেখো। [বর্ধমান '১২]

উত্তর : সংস্কৃত গদ্যকাব্যের আসরে দণ্ডীর নাম মহাকবি বাণভট্টের সঙ্গে তুল্যভাবে স্মরণীয়। সুন্দর সমাজ চিত্রাঙ্কনে পটু কবি চৌর্যবিদ্যা, রমণীহরণ, লোভ, অসাধুতা, গোপন প্রণয় প্রভৃতি সামাজিক নিন্দনীয় দিকগুলি সুন্দরভাবে প্রকট করে তুলেছেন। বৈদর্ভী রীতিতে প্রবীণ দণ্ডীর চরিত্র রূপায়ণ, ললিত পদবিন্যাস, হাস্যরসসৃষ্টির কৌশল, উপমা রূপকাদি অলংকার প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখে সমালোচকেরা বিস্মিত হয়ে প্রশংসা করে বলেছেন — "দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্"।

১৯৬ বাণভট্টের পরিচয় দাও।

উত্তর : বাণভট্ট সংস্কৃত গদ্যকাব্যের দরবারে রাজাধিরাজ। বাৎস্যাগোত্রীয় বাণভট্টের পিতা চিত্রভানু, মাতা রাজদেবী। পরবর্তীকালে তিনি হর্ষবর্ধনের সভাকবি হন।

১৯৭ বাণভট্টের স্থিতিকাল কী? তাঁর গ্রন্থগুলির নাম করো। [বর্ধমান '০৫, '০৬]

উত্তর : ▸▸ বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীর কবি।

▸▸ তাঁর লেখা গদ্যকাব্য দুটি হল — (১) 'হর্ষচরিত' (আখ্যায়িকা — ঐতিহাসিক কাহিনি)। (২) 'কাদম্বরী' (কথা জাতীয় গদ্যকাব্য)। এ ছাড়া আরও তিনটি গ্রন্থ আছে — 'মুকুটতাড়িতম্', 'চণ্ডীশতকম্', 'পার্বতী-পরিণয়-নাটকম্'।

১৯৮ 'কাদম্বরী' গদ্যকাব্য নাম হল কেন? [বর্ধমান '০২, '০৪]

উত্তর : 'কাদম্বরী' শব্দের অর্থ সুরা। সুরার মাদকতায় মানুষ আনন্দে বিভোর হয়। কাদম্বরীর রসামৃত পান করে পাঠক সমাজ আনন্দে আত্মহারা। তাই আহারে রুচি নেই। সেই কারণে বলা হল — "কাদম্বরী-রসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে"।

১৯৯ 'কাদম্বরী' গদ্যকাব্যের গঠনগুলি লেখো।

উত্তর : কাদম্বরী গদ্যকাব্যের দুটি ভাগ, সেগুলি হল — (১) পূর্বভাগ : (ক) কথামুখম্, (খ) শুকপাখির আত্মকথা এবং (গ) কাদম্বরীর মূল্য। (২) উত্তরভাগ : বাণভট্টের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভূষণভট্ট বা পুলিন্দ উত্তরভাগ লেখেন।

২০০ 'কাদম্বরী'-র উৎস কী?

উত্তর : গুণাঢ্যের পৈশাচী ভাষায় লেখা 'বড্ডকহা' বা 'বৃহৎকথা' কাদম্বরীর উৎস।

২০১ 'কাদম্বরী' গদ্যকাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর : সংস্কৃত গদ্যকাব্যের জগতে বাণভট্ট কবি সার্বভৌম। শ্লেষে, শব্দগুম্ফনে, রসে, অলংকার ও সদর্থ বিষয়ক কথা বর্ণনে বাণ যথার্থই "পঞ্চবাণস্তু বাণঃ"। এমন কোনো বিষয় নেই যা বাণভট্টের কাব্যে নেই, তাই প্রবাদ আছে — "বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্"। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — 'সমস্ত কাদম্বরী কাব্য যেন একটি চিত্রশালা"।

Scanned with CamScanner

২০২ সুবন্ধুর রচনাকাল নির্ণয় করো।

উত্তর : সুবন্ধুর গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা'-র প্রশংসা করে বাণভট্ট বলেছেন, ''কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া''। অতএব সুবন্ধু ...ভট্টের পূর্ববর্তী। সপ্তম শতকের শেষভাগ সুবন্ধুর রচনাকাল। কবি কাশ্মীর দেশীয় ব্রাহ্মণ।

২০৩ সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' গদ্যকাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর : সুবন্ধু রচিত 'বাসবদত্তা' শ্লেষপ্রধান কথা জাতীয় গদ্যকাব্য। রাজা চিন্তামণির পুত্র কন্দর্পকেতু এবং কুসুমপুরাধিপতি ...শেখরের কন্যা বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনি এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। রচনার মধ্যে কবির বহুশাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় পাই। ...বিরোধাভাস অলংকারের বাহুল্য এবং সমাসবদ্ধ পদের সন্নিবেশ অনেকসময় ভাবপ্রতীতির পথে বাধা হয়ে উঠেছে।

২০৪ 'বাসবদত্তা' কাব্যের কয়েকটি টীকার নাম লেখো।

উত্তর : 'বাসবদত্তা' কাব্যের কয়েকটি টীকার নাম হল — শিবরামের 'কাঞ্চনদর্পণ', বিক্রমঋদ্ধির 'ব্যাখ্যায়িকা', জগদ্ধরের 'তত্ত্বদীপনী', ...রের 'তত্ত্বকৌমুদী' প্রভৃতি।

২০৫ বাণভট্টের 'কাদম্বরী' অনুসরণে লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম করো।

উত্তর : বাণভট্টের 'কাদম্বরী' অনুসরণে লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম হল — ক্ষেমেন্দ্রের পদ্য 'কাদম্বরী', নরসিংহের 'কাদম্বরী-কল্যাণ', ...রাজের 'অভিনব-কাদম্বরী', ত্র্যম্বকের 'কাদম্বরী কথাসার', বিক্রমদেবের 'কাদম্বরী কথাসার', অভিনন্দের 'কাদম্বরী কথাসার' ...তি।

২০৬ কয়েকটি গদ্যকাব্যের নাম লেখো।

উত্তর : কয়েকটি গদ্যকাব্য হল — শ্রীবিশ্বেশ্বর পাণ্ডেয়ের 'মন্দারমঞ্জরী', নরসিংহাচার্যের 'সৌদামিনী', রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ...চরিত্র', শৈলতাচার্যাধ্বরীর 'ক্ষত্রিয়রমণী', ধনপালের 'তিলকমঞ্জরী', সোড্‌ঢলের 'উদয়সুন্দরীকথা', বামনভট্টবাণের ...ভূপালচরিত', হলায়ুধের 'সেক শুভোদয়', যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণির 'দশাননবধ কাব্য' ইত্যাদি।

২০৭ সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের উদ্ভব হল কী করে?

উত্তর : মানুষের গল্প শোনার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই ভারতবর্ষে গল্পকথার উদ্ভব হয়েছে। গল্প বলার ও গল্প শোনার স্বাভাবিক ...প্রবণতা থেকে গল্পসাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে।

২০৮ সংস্কৃত গল্পসাহিত্য সৃষ্টির কয়েকটি কারণ লেখো।

উত্তর : সংস্কৃত গল্পসাহিত্য সৃষ্টির পিছনে মূল কয়েকটি কারণ হল — (১) চিত্তবিনোদন, (২) অবসরযাপন, (৩) নীতিশিক্ষাদান ...(৪) মনের অনুভূতিকে সহজ ও সরলভাবে প্রকাশের তাগিদ।

২০৯ সংস্কৃত গল্পসাহিত্য সাধারণত কয়প্রকারের? উদাহরণ দাও।

উত্তর : সংস্কৃত গল্পসাহিত্য সাধারণত তিন প্রকারের হয়। যেমন — (১) **পশুপাখি অবলম্বনে গল্প :** পশুপাখি অবলম্বনে গল্প ...বেদে 'মনুমৎস্যকথা', ছান্দগ্যে 'কুকুরের কথা' প্রভৃতি। (২) **মানুষ, গন্ধর্ব ইত্যাদি অবলম্বনে রূপকথা :** বৌদ্ধ ও জৈন লৌকিক সাহিত্য। (৩) **জনপ্রিয় লোককথা :** বৌদ্ধ ও জৈন লৌকিক সাহিত্য।

২১০ সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের উৎস কী?

উত্তর : সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের উৎস হল — বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গুণাঢ্যের বৃহৎকথা প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner

২১১ বিষ্ণু শর্মা 'পঞ্চতন্ত্র' নামকরণ কেন করেন?

উত্তর : পঞ্চতন্ত্রে পাঁচটি তন্ত্র আছে বলে বিষ্ণু শর্মা 'পঞ্চতন্ত্র' নামকরণ করেন।

২১২ পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি তন্ত্র কী কী?

উত্তর : পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি তন্ত্র হল — (১) মিত্রলাভ (২৪টি গল্প), (২) মিত্রপ্রাপ্তি (৬টি গল্প), (৩) কাকোলূকীয় (...
(৪) লব্ধপ্রণাশ (১৭টি গল্প) এবং (৫) অপরীক্ষিতকারক (১৪টি গল্প)।

২১৩ সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের একটি তালিকা দাও।

উত্তর : সংস্কৃত গল্পসাহিত্যগুলি হল — বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র', নারায়ণ শর্মার 'হিতোপদেশ', গুণাঢ্যর 'বৃহৎকথা', 'বৃহৎকথামঞ্জরী', বুদ্ধস্বামীর 'বৃহৎকথা শ্লোক', সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর', শিবদাসের 'বেতালপঞ্চবিংশতি', চিন্তা... 'শুকসপ্ততি', বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা', বর্ধমানসূরির 'কথাকোষ', রাজশেখর সুরির 'প্রবন্ধকোষ', মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধচিন্তামণি', ... 'চম্পকশ্রেষ্ঠীকথানক', বল্লাল সেনের 'ভোজপ্রবন্ধ', হেমবিজয়গণির 'কথারত্নাকর' ইত্যাদি।

২১৪ হিতোপদেশের বিশেষত্ব কী? এর রচনাকাল বলো। [বর্ধমান '০৯, '১...

উত্তর : ▸▸ নারায়ণ শর্মার হিতোপদেশে ৪৩টি গল্প আছে। এতে ৪টি অধ্যায় আছে — (১) মিত্রলাভ, (২) সুহৃদ্ভেদ, (... এবং (৪) সন্ধি।

▸▸ হিতোপদেশের রচনাকাল — দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে।

২১৫ হিতোপদেশের কয়েকটি গল্পের নাম করো।

উত্তর : হিতোপদেশের কয়েকটি গল্প হল — কল্যাণকটকে ভৈরব ব্যাধ, চম্পকবতীর অরণ্যানীর মৃগকাকশৃগাল, মন্দরপর্বতে... নামে সিংহ, সমুদ্রতীরে টিট্টিভ দম্পতী, মুনি-মূষিক কথা, সুন্দ-উপসুন্দ এবং নীলবর্ণ শৃগাল প্রভৃতি।

২১৬ সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'-এর নামকরণ এমন হল কেন? [বর্ধমান '০১, '০...

উত্তর : সরিৎ শব্দের অর্থ নদী, সাগর-সমুদ্র। এ শুধু বাক্‌শিল্পের স্রোতস্বিনী তটিনী নদীই নয়, অনেক নদী সম্মেলনে... কথাসরিতের সাগর।

২১৭ 'কথাসরিৎসাগর'-এর উৎস ও গ্রন্থবিন্যাস লেখো। [বর্ধমান '০০, '০...

উত্তর : গুণাঢ্যের পৈশাচী ভাষায় লেখা 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে কাশ্মীররাজ অনন্তের সভাকবি সোমদেব 'কথাসরিৎসাগর' ... এতে ১২৪টি তরঙ্গ, ২২,০০০টি শ্লোক এবং ৯০০টি কাহিনি আছে।

২১৮ 'কথাসরিতসাগর'-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প লেখো।

উত্তর : 'কথাসরিতসাগর'-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল — জীমূতবাহন, নরবাহন দত্ত, মৃগাবতী, বাসবদত্তা, ... সুলোচনা, রাজা বিক্রমাদিত্য, বীরবাহু ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতি।

২১৯ 'কথাসরিতসাগর'-এর বিশেষত্ব কী?

উত্তর : সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ, যেমন — চোর, জুয়াড়ি, ধূর্ত, ভিক্ষুক, বেশ্যাগামী, কপট প্রভৃতির চিত্রণ 'কথাসরিৎসাগর' ... গ্রন্থের বিশেষত্ব।

Scanned with CamScanner